(বৌদ্ধ-শাস্ত্র)

(বৌদ্ধ-শাস্ত্র)

ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত।

অর্থাৎ

দানমাহাত্ম্য।

(পদ্য)

শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়াকর্ত্তৃক সংগৃহীত

ও পরিবর্দ্ধিত।

" কর্ম্মই মনুষ্যের প্রধান সহায়

কর্ম্মদ্বারাই মানবগণ মুক্তিলাভ করে।"

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ

যন্ত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৪২৮ বুদ্ধাব্দ। ১২৪৩ মগাব্দ।

উৎসর্গপত্র।

প্রাণের গভীর শ্রদ্ধার চিহ্ন

স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

পরম স্নেহশীল

শ্রীযুক্ত গুরু অমরচাঁন থেরো

মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

ভক্তির সহিত

উৎসর্গ করিলাম।

ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত

অর্থাৎ

দান মাহাত্ম্য ।

বুদ্ধ-বন্দনা ।

নমামি "সর্ব্বজ্ঞ" পদ যিনি সর্ব্বজ্ঞাত ।
নমামি "সুগত" যথা ইচ্ছা যাতায়াত ॥
নমঃ প্রভু "বুদ্ধ" দেব পাতকী-তারক ।
নমঃ "ধর্ম্মরাজ" ধর্ম্ম-রাজ্যের স্থাপক ॥
তথা-সত্য-গত-জ্ঞাত হন যেই জন ।
নমঃ প্রভু "তথাগত*" পাতকী-তারণ ॥
চরাচর বিশ্ব-মাঝে যিনি শ্রেষ্ঠ ভদ্র ।
নমস্কার করি আমি সে "সমন্তভদ্র" ॥

* তথাগত—তথা সত্যং গতং জ্ঞাতং যস্য, যিনি সত্য জ্ঞাত বা সত্যজ্ঞ । অমর ।

ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, বীর্য্য, যশঃ, জ্ঞান, আর।
সৌভাগ্যাদি ষড়্‌গুণ আছয় যাঁহার॥
"ভগবান" বলি তাঁকে ব'লে বিজ্ঞজনে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি তাঁহার চরণে॥
নমঃ "মারজিত" প্রভু মদনদমন।
নমঃ "লোকজিত" ত্রিংশ লোকের তারণ॥
নমঃ "জিন" নামধারী রিপু ছয় জন।
অবহেলে যেই প্রভু করিল দমন॥
পরিচিত জ্ঞান, দিব্য নয়ন শ্রবণ।
পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি, গগণে গমন॥
আত্মজ্ঞান কায়ব্যূহ-আদি-সিদ্ধি আর।
ষড়্‌গুণে অভিজ্ঞতা আছয় যাঁহার॥
"ষড়োভিজ্ঞ*" বলি তাঁকে বলে বিজ্ঞগণে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি আমি তাঁহার চরণে॥
দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞাবল।
উপায়, প্রণিধি, জ্ঞান আরো দেহবল॥

---

* ষড়োভিজ্ঞ—দিব্যং চক্ষুঃ শ্রোতং, পরিচিতজ্ঞানং পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি আত্মজ্ঞানং বিয়দ্‌গমনং কায়ব্যূহাদিসিদ্ধিশ্চেতি। ইন্দ্রানি ষট্ জ্ঞায়মানানি যস্য। অমর।

এই দশ বলে নাম "দশবল*" যাঁর।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মম চরণে তাঁহার॥
নমস্তে "অদ্বয়বাদী" অকপটভাষী।
শ্রীচরণে স্থান পাব এই অভিলাষী॥
নমঃ প্রভু "বিনায়ক" বিনয়-আধার।
যাঁহার বিনয়ে বশ অখিল সংসার॥
নমঃ "শাক্যমুনি" প্রভু শাক্যকুলে মুনি।
নমস্তে "মুনীন্দ্র" প্রভু মুনিশ্রেষ্ঠ গুণী॥
নমস্তে "শ্রীঘন" যাঁর কণ্ঠে সরস্বতী।
জলধর তুল্য সদা করে নিবসতি॥
নমঃ "শাক্যসিংহ" শাক্যবংশের প্রধান।
নমঃ "শাস্তামুনি" প্রভু নিজ অভিধান॥
নমস্তে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" সিদ্ধ সর্ব্ব অর্থ।
নমঃ নমঃ "শৌদ্ধোদনি" শুদ্ধোদনসুত॥
নমস্তে "গৌতমবন্ধু," "মায়াদেবী-সুত"
নমঃ "অর্কবন্ধু" যাঁর বন্ধু বিবস্বত॥

* দশবল—দশ বলানি যস্য দশবলঃ।
"দানং শীলং ক্ষমা বীর্য্যং ধ্যান প্রজ্ঞা বলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধি র্জ্ঞানং দশ বুদ্ধ বলানিচেতি॥" অমর।

পড়িয়া সংসারচক্রে ঘুরি বার বার।
উপায় না দেখি প্রভু হইতে উদ্ধার॥
কাতর হ'য়েছি বড় পড়ি ঘোর দায়।
তুমি না তরালে নাথ কে তরাবে হায়॥
কাতরে করুণা কর পতিতপাবন।
কাতর হইয়া দাসে ডাকে ঘন ঘন॥
পতিতপাবন যদি পাপী না তরাবে।
পতিতপাবন নামে কলঙ্ক হইবে॥
পড়িয়াছি ঘোর দায় গ্রন্থ বিরচনে।
কৃপা করো অসময়ে বুদ্ধ জনার্দ্দনে॥
নাহি বর্ণজ্ঞান নাহি জানি ষত্ব ণত্ব।
বিদ্যাহীন নাহি বুঝি বিদ্যার মহত্ত্ব॥
গ্রন্থ লিখিবারে তবু হ'ল মম আশ।
পাতকী হইয়া ইচ্ছা যে'তে স্বর্গবাস॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিতে বাসনা।
চণ্ডাল হইয়া দ্বিজ-কন্যার কামনা॥
পতঙ্গ হইয়া ইচ্ছা অগ্নি ভালবাসা।
ফেরু হ'য়ে সিংহ সহ যেন যুদ্ধ আশা॥
ভেক হ'য়ে ইচ্ছা যেন সর্প সহ খেলা।
মূর্খ হ'য়ে ইচ্ছা মম কবিত্বের লীলা॥

খঞ্জ হ'য়ে ইচ্ছা মম লঙ্ঘিতে ভূধর।
ভেলক সহায়ে ইচ্ছা লঙ্ঘিতে সাগর॥
নাসাহীন আশা যেন সুবাস গ্রহণে।
নেত্রহীন হ'য়ে ইচ্ছা স্বরূপ দর্শনে॥
শ্রবণ নাহিক ইচ্ছা করিতে শ্রবণ।
রসনাবিহীন আশা সুতার গ্রহণ॥
মম এ দুরাশা যত করিয়া শ্রবণ।
নাহি জানি পরিহাস করে কত জন॥
ইচ্ছাময়-ইচ্ছা বিনা কিছু নাহি হয়।
কেন হেন ইচ্ছা মোরে দিলে দয়াময়॥
যদি ইচ্ছা দিলে কেন না দিলে শকতি।
নাহিক শকতি মম কি হইবে গতি॥
অগতির গতি নাথ ডাকি বার বার।
সমুহ বিপদ ঘোরে করহ উদ্ধার॥
অগতির গতি বিনা কেবা অগতিরে।
গতি দিবে এ অগতি জলধির নীরে॥
আগেত দিয়েছ আশা যদি না পূরিবে।
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক হইবে॥
এ মহা সমরে যদি হই পরাজয়।
সে লজ্জা তোমার নাথ আমার তা' নয়॥

অন্তকালে ধর্ম্মরাজ-কমল-চরণ।
পাইবারে এ অধম কহরে আকিঞ্চন ॥

রত্নপঞ্জর বন্দনা।

নরমধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা দেবেতে প্রধান।
চারি সত্য সুধা যাঁরা করিয়াছে পান ॥
ব্রহ্মাগণ যাঁহাদিগে করেন পূজন।
তণঙ্কর হ'তে অষ্টবিংশতি গণন ॥
ভূতকালে যত বুদ্ধ হইয়াছে ভূত।
অনাগত কালে যাঁরা হইবে আগত ॥
বর্ত্তমান কালে যাঁরা আছেন ভুবনে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মম তাঁদের চরণে ॥
নিরবাণ পথ যাঁরা করিল সৃজন।
জ্ঞানী মধ্যে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসনাতন ॥
মস্তকেতে স্থিত মম সর্ব্ব বুদ্ধগণে।
প্রণিপাত করি আমি তাঁদের চরণে ॥
শিরে বুদ্ধগণ বন্দি ধর্ম্ম দ্বিলোচনে।
বক্ষঃদেশে ধর্ম্মশীল যত সংঘগণে* ॥

* বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সমাজের নাম সংঘ পালীভাষায় 'সাংঘা'।

হৃদয়েতে অনিরুদ্ধে করিনু বন্দন।
দক্ষিণ পার্শ্বেতে শারিপুত্র মহাজন॥
কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধকে বন্দি মম পৃষ্ঠদেশে।
বন্দিলাম মোগ্গলানে মম বামপাশে॥
আনন্দ রাহুলে বন্দি দক্ষিণ কর্ণেতে।
বামকর্ণে মহানাম কাশ্যপ নামেতে॥
কেশ-অগ্রভাগে পৃষ্ঠদেশেতে আমার।
রবি-করপ্রভাতুল্য মহা প্রভাকার॥
মহাযশা তথাগত নামেতে সভিত।
জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী সদা আছে স্থিত॥
আমার পশ্চাত-ভাগে সেই মহাজন।
সাষ্টাঙ্গে বন্দিনু আমি তাঁহার চরণ॥
মিষ্টভাষী মহাবাগ্মী কুমার কশ্যপ।
বাল্যকাল হ'তে যাঁর মহাধন তপ॥
পুণ্যের আলয় যিনি অত্যন্ত মহত।
স্থিত আছে যিনি মম বদনে সতত॥
বন্দিনু তাঁহাকে মম বদন-মণ্ডলে।
ভক্তিসহকারে আরো মন-কুতূহলে॥
পূর্ণ অঙ্গুলিমালা আরো যে উপালী।
স্থবিরাগ্রগণ্য নন্দ সহিত শিবালী॥

পঞ্চ মহাস্থবির এ আমার কপালে।
তিলরূপে সুশোভিতআছে সর্ব্বকালে॥
অন্যান্য স্থবির* আরো বুদ্ধ-শিষ্যগণ।
শীলে গুণে তেজবন্ত পাবক যেমন॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যপ্রিয় জিন-বংশজাত।
অঙ্গে প্রতি অঙ্গে মম সবে আছে স্থিত॥
অহর্নিশি করে তাঁরা আমাকে রক্ষণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি আমি তাঁদের চরণ॥
সম্মুখেতে রত্ন, মৈত্র সূত্র দক্ষিণেতে।
আঙ্গুলিমালক বামে ধ্বজাগ্র পশ্চাতে॥
স্কন্ধ, মরা পারিত আটানাদিয়া সূত্র।
ঊর্দ্ধভাগে আকাশেতে আছে যথা ছত্র॥
পারিত অপরাপর যত আছে আর।
চতুর্দ্দিকে স্থিত যথা গৃহের প্রাকার॥
সেই সব সূত্র এবং পারিত সকলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি আমি পড়ি ভূমিতলে॥
ধর্ম্মরূপ প্রাকার আছয় যে গৃহেতে।
যে গৃহ নির্ম্মিত বুদ্ধগণের শক্তিতে॥

* স্থবির—থের, মহাথের (মহাছেড়া।)

নিরাপদে সেই গৃহে করি নিবসতি।
সদাপ্রভু তব পদে এ মম মিনতি॥
বাতজ পিত্তজ আদি অন্তরে বাহিরে।
জনমিয়া থাকে রোগ মনুষ্য-শরীরে॥
সেই সব রোগ প্রভু মম দেহ হ'তে।
দূর হোক বুদ্ধধর্ম্মসংঘ-প্রভাবেতে॥

ধর্ম্মবন্দনা।

ধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্ম ইতিহাস।
যাহা ভগবান-মুখে হইল প্রকাশ॥
যার দরশন মাত্র অজ্ঞানতা হরে।
যাহার প্রসাদে নর ভবনদী তরে॥
যাহার দর্শনে নর কৃতার্থ হইয়া।
নির্ব্বাণে চলিয়া যায় রথ আরোহিয়া॥
যাহার সেবনে ছাড়ে ধর্ম্মরাজ-দায়।
যাহার সেবনে নর ধর্ম্মরাজে পায়॥
যার নামে ধর্ম্মরাজ করে পলায়ন।
যার নামে ধর্ম্মরাজ করে আলিঙ্গন॥

ধর্ম্মরাজ সেই ধর্ম্মরাজ-ধর্ম্ম-পদে।
ধর্ম্মরাজে পাইবারে অষ্ট অঙ্গে বন্দে॥

সর্ব্বদেবদেবী বন্দনা।

নমঃ নমঃ নারায়ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
তাঁর ডানেবামে বন্দি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
প্রজাপতিগণ বন্দি ষষ্ঠী অরুন্ধতী।
কৈলাস-শিখরে বন্দি দেব পশুপতি॥
সিংহ শিখী মূষে বন্দি সপুত্র পার্ব্বতী।
শচীর সহিত বন্দি দেব-শচীপতি॥
সংজ্ঞা ছায়া সহ বন্দি দেব দিবাকর।
ঋক্ষগণ সহ বন্দিলাম নিশাকর॥
অগ্নি ছাগে বায়ু মৃগে মহিষে শমন।
মকর মনুষ্যে বন্দি কুবের বরুণ॥
ঊর্দ্ধে অধে দশদিগে যত দেবগণ।
একে একে বন্দি আমি সবার চরণ॥
কায়মনোবাক্যে বন্দি মাবাপ-চরণ।
সংসারে জনম মম যাঁহারা কারণ॥

যাঁদের করুণাগুণে দেখিলাম ক্ষিতি।
পালন করিল যাঁরা শিশুকালে অতি ॥
শ্রীগুরুচরণ বন্দি হ'য়ে একমন।
যাঁহার প্রসাদে করি সংসার দর্শন ॥
বাপে জন্ম দিল মাতা ধরিল উদরে।
পশুবুদ্ধি অনাচার হইল সংসারে ॥
অবহেলে গুরুদেব দিল চক্ষুদান।
পশুবুদ্ধি ছাড়িয়া হইল দিব্যজ্ঞান ॥
হেন গুরুচরণে আনন্দ যার মন।
সেই জন ছাড়াইবে ভবের বন্ধন ॥

সূচনা।

এক দিন ভগবান শ্রাবস্তি নগরে।
জেতবন বিহারেতে হরিষ অন্তরে ॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু সহ শিষ্যগণ।
হেনকালে আইল মনুষ্য এক জন ॥
স্নান করি শুচি হ'য়ে মন হরষিতে।
পূজা করিবারে আইল প্রভুর সাক্ষাতে ॥

আনন্দে প্রভুর হস্তে পুষ্প দূর্ব্বা দিয়া।
নমস্কার করিল চরণে লুঠাইয়া॥
তদন্তরে ধর্ম্মকথা শুনিবার আশে।
সবিনয়ে যোড়করে প্রভুরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিবারে ধর্ম্মকথা ইচ্ছা মম মনে।
কহ প্রভু কিবা ফল হয় কোন্ দানে॥
কোন্ দানে নরগণ যায় দেবালয়।
কি পাপ করিলে নর নরক-ভুঞ্জয়॥
ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসে।
আনন্দ* শুনিতেছিল বসি প্রভুপাশে॥
শুনিয়া আনন্দ এত কহে প্রভুস্থান।
কহ নাথ তথাগত কি আছে বিধান॥
আনন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিলেন মহাপ্রভু সব বিবরণ॥
ভগবান-মুখে সব আনন্দ শুনিল।
রাহন্তাগণেরে পুনঃ আনন্দ কহিল†॥

* আনন্দ,—বুদ্ধের পিতৃব্য ধৌতোদনের পুত্র। (ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকৃত ইংরাজী ললিতবিস্তরের প্রথম অধ্যায়ের ১৩ ত্রয়োদশ টীকা দেখ)।

† রাহন্তা,—বৌদ্ধযাজক বা ভিক্ষুকগণের সাধারণ নামবিশেষ।

সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
শুদ্ধাশুদ্ধ হয় যদি সকলে ক্ষমিবে।
বর্ণজ্ঞানহীন আমি সকলে জানিবে॥
বিজ্ঞজন পরদোষ কভু নাহি লয়।
আপনার দোষ সেই আপনি দেখয়॥

সেতুদানমাহাত্ম্যে বিধু-উপাখ্যান।

রাহন্তা সকলে বলে আনন্দ সুজন।
দানের মাহাত্ম্য কিছু করহ বর্ণন॥
কি দান করিলে নর কিবা ফল পায়।
দান-ফলে অন্তে কোন পরলোকে যায়॥
বিস্তারিয়া সে সব বৃত্তান্ত কহ শুনি।
কৃতার্থ হইব শুনি ইহার কাহিনী॥
এ বাক্য শুনিয়া কহে আনন্দ সুজন।
শুন বলি সকলে হইয়া এক মন॥

কাশ্যপ নামেতে যবে তথাগত ছিল।
তাঁহার সহিত বহু রাহন্তা আছিল॥
তেজবন্ত ধর্ম্মশীল রূপে অনুপম।
জ্বলন্ত অনল সম কি দিব উপম॥
তাঁহাদের মধ্যে সে রাহন্তা চারি জন।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু করেন গমন॥
যাইতে যাইতে বহুদূরে উত্তরিল।
বহু দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিল॥
এক স্থানে পঙ্ক স্নবে সম্মুখে দেখিয়া।
পার হৈতে না পারিয়া রহে দাড়াইয়া॥
ভাবিতে লাগিল সবে কিসে পার হ'ব।
কোন লোক নাহি কাছে কাহারে ডাকিব॥
হেন কালে দেখ তথা বিধির ঘটন।
সেই নদীকুলে আসে নর এক জন॥
এক ক্রোশ দূরেতে থাকিয়া নিরখিল।
নদীকুলে চারিজন রাহন্তা দেখিল॥
রাহন্তা দেখিয়া তথা করিল গমন।
করযোড় হ'য়ে বন্দে সবার চরণ॥
বিধু নামে সেই জন অতি পুণ্যবান্।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল রাহন্তার স্থান॥

কোথায় হ'তেছে গুরু সবার গমন।
এই স্থানে দাঁড়াইয়া কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে ভিক্ষুগণ* ।
যে কারণে রহিয়াছি শুনহ বচন॥
সম্মুখে কর্দ্দম দেখি ভাবিতেছি মনে।
পার হ'য়ে অই কূলে যাইব কেমনে॥
এত শুনি বিধু তবে হ'য়ে করযোড়।
কহিতে লাগিল সব রাহন্তা গোচর॥
অবধান কর শুন মম নিবেদন।
এই খানে কিছুক্ষণ রহ চারি জন॥
তবে বিধু বহু মতে উপায় করিল।
তৃণ কাষ্ঠ আদি তথা কিছু না পাইল॥
কিছু না পাইয়া বিধু ভাবিল মনেতে।
রাহন্তা সকলে পার হইবে কি মতে॥
ফিরিয়া চলিল বিধু ভাবি মনে মনে।
যাইতে গোমুণ্ড এক দেখিল নয়নে॥

* ভিক্ষু,—বৌদ্ধপুরোহিতদিগের নামান্তর, এই নাম সিংহলে অধিক প্রচলিত। ভিক্ষু-পদাভিষিক্ত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই উপাধি।

মনেতে ভাবিয়া সেই মুণ্ড হাতে নিল।
রাহন্তা সম্মুখে গিয়া উপনীত হৈল॥
পঙ্ক মধ্যে সেই মুণ্ড দিল ফেলাইয়া।
কিছু দূরে আপনি রহিল দাঁড়াইয়া॥
তবে করযোড়ে কহে রাহন্তার স্থানে।
নিবেদন করি তোমা সবার চরণে॥
এই যে কর্দ্দমে আমি আছি দাঁড়াইয়া।
মোর কাঁধে ভার রাখি যাও পার হৈয়া॥
তাহার বিনয় বাক্য শুনি ভিক্ষুগণ।
একে একে গোমুণ্ডেতে করি আরোহণ॥
তার কাঁধে ভার রাখি গোমুণ্ডে পা দিয়া।
পরে পরে চারি জন গেল পার হৈয়া॥
চারিজন রাহন্তা অই কূলে পার হৈল।
বিধু প্রতি চারিজন আশীষ করিল॥
আমা সবা আশীর্ব্বাদে যাবে স্বর্গপুরে।
এত বলি চারিজন চলিল সত্বরে॥
তার কত দিন পরে সে বিধু মরিল।
মহাধর্ম্ম ফলে সেই দেবলোকে গেল।
ধর্ম্মফলে পায় তথা কাঞ্চন মন্দির।
দ্বাদশ যোজন উচ্চ তাহার প্রাচীর॥

দ্বাদশ যোজন আড়ে দীর্ঘে পরিমাণ।
মাণিক্য-রচিত নবরত্ন স্থানে স্থান॥
মণিমুক্তা লাগায়েছে কি দিব উপম।
কৈলাসে কুবের-পুরী নহে তার সম॥
হয় হস্তী রথ পত্তি সৈন্য বহুতর।
দাস দাসী ভৃত্য আদি পাইল বিস্তর॥
ধর্ম্মফলে পায় তথা দেবের যুবতী।
দিবানিশি সুখে বঞ্চে যেন কামরতি॥
ইন্দ্রলোকে ব্রহ্মলোকে ভ্রমে নানা সুখে।
ধর্ম্মফলে অহরহ ভগবানে দেখে॥
দিবানিশি তার পুরে নানা বাদ্যধ্বনি।
ইন্দ্রের অমরা জিনি তার পুরীখানি॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা আর কাংস্য করতাল।
ঝাঁঝরি মোহরি বাদ্য বাজয়ে বিশাল॥
ঢাক ঢোল কাড়া বাজে তেতারা সেতারা।
শানাই বাঁশরী বাজে পিনাক মন্দিরা॥
এই মতে মহাসুখে ইন্দ্রপুরে থাকে।
এক দিন তাহা এক দেবদূত দেখে॥
তাহা দেখি দেবদূত ভাবি মনে মন।
ইন্দ্রের নগরে দূত করিল গমন॥

যাইয়া বাসব-পদে করি নমস্কার।
কহিতে লাগিল যত্ বৃত্তান্ত ইহার॥
সকল জানহ তুমি হও দেবরাজা।
আর কোন দেব নাহি তব সম তেজা॥
কোথা হ'তে এল হেথা নাহি জানি নাম।
স্বর্গপুরে আসি ভোগ ভুঞ্জে অনুপাম॥
তাহার পুরীর কথা দিতে নারি সীমা।
উপমা দিবারে নারি তাহার মহিমা॥
এত শুনি পুরন্দর বলিল বচন।
ধর্ম্মফলে হৈল সেই অতি মহাজন॥
ভগবান কহিলেন ইহা মম স্থানে।
শুন রে আনন্দ এত ধর্ম্ম এই দানে॥
গোধনের মুণ্ড এক আনি সেতু দিয়া।
মহাসুখে গেল ইন্দ্রপুরীতে চলিয়া॥
ত্রিদিবে ছত্রিশ কল্প সুখভোগ করি।
পুনঃ আসি রাজা হৈল বারানসী পুরী॥
ধর্ম্মফলে চক্রবর্ত্তী হৈয়া ভূমণ্ডলে।
সসাগরা বসুন্ধরা শাসে বাহুবলে॥
হয়, হস্তী, গো, মহিষ, সৈন্য বহুতর।
নানা রূপ ধন রত্ন পাইল বিস্তর॥

এইরূপ সপ্ত জন্ম মর্ত্ত্যে ভোগ করি।
অবশেষে চলি গেল তবদিংস* পুরী॥
সেতু পোল দান দিলে ধর্ম্ম হয় অতি।
কোটীকল্প থাকিবে সে স্বর্গের বসতি॥
কাঠের বাঁশের কিম্বা ইষ্টক পাষাণে।
নির্ম্মাণ করিয়া সেতু দিবে যেই জনে॥
তাহার পুণ্যের কথা কহিতে বিস্তর।
মহাসুখে থাকে সেই অমর নগর॥
দান হ'তে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্মে পায় স্বর্গ।
পাপেতে নরকে যায় কহে মুনিবর্গ† ॥
ধর্ম্মপুরাবৃত্ত কথা অমৃতের ধার।
এক মনে শুনিলে হইবে ভব পার॥
যাহার শ্রবণে হয় কলুষ বিনাশ।
শ্রীআনন্দ থের‡ কহে ধর্ম্ম ইতিহাস॥

---

* তবদিংস—দেবতার পঞ্চম পুরী, ইহার পালী নাম "তাওয়াতিংশা"।

† মুনিবর্গ—বুদ্ধগণ।

‡ থের (পালী)—স্থবির (সংস্কৃত), ছ্রা (মগী), ছায়াদো (বর্ম্মা)। দশবর্ষাধিক, যাঁহারা শ্রাবকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম "থের"।

যত যত দান আছে সংসারে বিদিত।
আনন্দের স্থানে সব কহে মারজিত* ॥
আনন্দ কহিল সব সংঘের গোচরে।
সংঘগণ পৃথিবীতে এসব প্রচারে ॥
সংঘের মুখেতে শুনি মনুষ্য সকলে।
দান ধর্ম্ম আদি সবে করে কুতূহলে ॥

দীপদানে আকাশ-প্রদীপ-মাহাত্ম্য কথন।

যত যত দান আছে, আনন্দ সকল পুছে
নিস্তার করিতে জীবগণ।
দয়া কর সেবকেরে, ইচ্ছা বড় শুনিবারে
কৃপা করি করহ বর্ণন ॥
তোমার মহিমা যত, তাহা বা কহিব কত
তুমি প্রভু সবার তারণ।
সাগর অবধি যত, পাপীগণ শত শত
মুক্তি সবে কর অরপণ ॥

* মারজিত—মারকে (অর্থাৎ মদন, কাম, প্রলোভন) যিনি জয় করিয়াছেন। বুদ্ধ।

তুমি কৃপা কর যারে, সে জন চলে সত্বরে
কিবা স্বর্গ নির্ব্বাণের ঠাঁই।
তুমি সে চালাও যথা, জীব সব চলে তথা
তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই॥
তুমি সুখী তুমি রোগী, তুমি জ্ঞানী তুমি যোগী
বৈদ্যরূপী তুমি ভগবান।
তুমি কৃপা কর যারে, সে যায় নির্ব্বাণ পারে
ছাড়াইয়া ভবের বন্ধন॥
দীন হীন ধর্ম্মরাজ, পাইবারে ধর্ম্মরাজ
পদযুগ, করি আকিঞ্চন।
ধর্ম্মপুরাবৃত্ত কথা, শ্রবণে অমৃত গাঁথা
পদবন্দে করে বিরচন॥

পয়ার।

আনন্দ করিল যদি এতেক স্তবন।
কহিতে লাগিল বুদ্ধ প্রফুল্লবদন॥
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
গোসাঞিঃ সম্মুখে দীপ দিবে যেই জন॥

ঘৃত তৈল অথবা সে দিবে মোমবাতি।
যেবা দিবে তিল-তৈল শুন তার কীর্ত্তি॥
তিন কল্প থাকে সেই ইন্দ্রের নগরে।
বহুবার চক্রবর্ত্তী হইবে সংসারে॥
কার্ত্তিকের চাঁদে দিবে আকাশ-প্রদীপ।
শত কল্প থাকিবে সে ব্রহ্মার সমীপ॥
দিব্য জ্ঞান দিব্য চক্ষু দিব্য কলেবর।
নরকুলে জন্মে সেই হ'য়ে সাধু নর॥
হীনকুলে জন্ম না হইবে কোন কালে।
চক্রবর্ত্তী রাজা হ'বে এ মহীমণ্ডলে॥
আকাশ-প্রদীপ যেই মানব তুলিবে।
কোন কালে সেইজন নরকে না যাবে॥
অন্তকালে যাবে সেই অরূপ ভুবন*।
কতেক কহিব তার পুণ্যের কথন॥
এত শুনি রাহুত্তারা করে জিজ্ঞাসন।
আকাশে প্রদীপ দিবে কিসের কারণ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয়।
তব মুখে শুনি সব ঘুচিবে সংশয়॥

---

* অরূপ ভুবন—ব্রহ্মার বিংশতি পুরীর মধ্যে সর্ব্বোপরিস্থ চারি পুরীর নাম "অরূপব্রহ্মলোক বা অরূপ ভুবন।"

রাহন্তাগণের এত শুনিয়া বচন।
কহিলেন শ্রীআনন্দ কথা পুরাতন॥
দেবপুরে চূড়ামণি* নামে চৈত্য † আছে।
আকাশ-প্রদীপ দেওয়া সেই চৈত্য কাছে॥
সংসার ত্যজিয়া যবে বুদ্ধ ভগবান।
রাত্রিযোগে করিলেন কাননে প্রস্থান॥
প্রভাতে অনোমা তীরে হ'য়ে উপনীত।
কাটিল চিকুর তলোয়ারে হস্তস্থিত॥
হস্তে লয়ে সেই চূল উর্দ্ধে উড়াইল।
কুসুম ঝাড়ের মত উঠিতে লাগিল॥
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখি পুরন্দর।
সাদরে লইয়া গিয়া আপন নগর॥
মন্দির যোজন সপ্ত উচ্চ পরিমাণ।
চুল স্থাপিবারে ইন্দ্র করিল নির্ম্মাণ॥
নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া সুগঠন।
সে মন্দিরে বুদ্ধ-কেশ করিল স্থাপন॥

---

* চূড়ামণি—ইহার পালী নাম "চূলামণি"।

† চৈত্য—ইহার পালী নাম "চেতিয়াং" এবং বর্ম্মা নাম "জেদী"।

চূড়ামণি বলি নাম বিখ্যাত হইল।
যত দেবগণ মিলি এ নাম রাখিল॥

চিমিতং দানমাহাত্ম্য।

চিমিতঙ্গ্ সম্প্রদান করে যেই জন।
আয়ু যশঃ বাড়ে তার কহে বুদ্ধগণ॥
মগীভাষে চিমিতঙ্গ্ কহে মগলোকে।
বঙ্গভাষে দীপ-মেরু বলয় ইহাকে॥
কিবা বাঁশ কিবা গাছ দিয়া সুগঠন।
থাক করি বাঁধিবেক করিয়া যতন॥
তিন পাট সাত পাট যেমন প্রমাণ।
শক্তি অনুরূপ তাহা করিবে নির্ম্মাণ॥
তাহাতে প্রদীপ জ্বালি দিবে সারি সারি।
বর্ত্তিকা সহিত দীপ তৈল-পূর্ণ করি॥
শর্ষপাদি তিল-তৈল ঘৃত আদি যত।
যেবা যেই মত পারে দিবে সেই মত॥
এমত করিয়া যেবা করিবেক দান।
পৃথিবীতে তার সম নাহি পুণ্যবান॥

তাহার ধর্ম্মের কথা কে কহিতে পারে।
অন্তকালে যাবে সেই ইন্দ্রের নগরে॥
দিব্য চক্ষু হ'বে বৃহস্পতি সম জ্ঞানে।
থাকিবে ছত্রিশ কল্প ইন্দ্র-বিদ্যমানে॥
দেব-কন্যাগণ সঙ্গে করিবে বিহার।
মাণিক্য-রচিত পুরী রতন-ভাণ্ডার॥
এইমতে নানা ভোগ তথায় ভুঞ্জিয়া
পুনঃ নরকুলে জন্ম হ'বে রাজা হৈয়া॥
নরকুলে হইবেক রাজচক্রবর্ত্তী।
বাহুবলে শাসিবেক সসাগরা ক্ষিতি॥
ক্ষত্রিকুলে রাজা হ'বে বলে মহাতেজা।
সপ্তদ্বীপ লোকে তাকে করিবেক পূজা॥
কোটী জন্ম এইরূপে রাজ্য-ভোগ করি।
পুনর্ব্বার চলি যাবে অমর-নগরী॥
যদ্যপি উৎসর্গ করি নাহি করে দান।
দশাংশে একাংশ পুণ্য কহে ভগবান॥
উৎসর্গ করিয়া দান যে জন করিবে।
এক গুণ দান কৈলে ষোল গুণ পাবে॥
ধর্ম্মরাজ-পাদ-পদ্ম পাইবার আশে।
দীনহীন ধর্ম্মরাজ রচে বঙ্গভাষে॥

পুষ্প এবং পুষ্প-মালা-দান-মাহাত্ম্য কথন।

আনন্দ কহেন চাহি যত ভিক্ষুগণ।
আর এক পুণ্য কথা করহ শ্রবণ॥
পুষ্প দান করে যদি শুন তার ফল।
গোসাঞিকে দিবে পুষ্প নর যে সকল॥
শুনহ বৃত্তান্ত তার হে রাহন্তগণ।
ভগবান-মুখে যাহা করেছি শ্রবণ॥
কাশ্যপ নামেতে যবে তথাগত ছিল।
অনেক রাহন্তা তাঁর সংহতি আছিল॥
একজন গিয়াছিল তীর্থ দরশনে।
পথে দেখা পাইল মনুষ্য একজনে॥
রাহন্তা দেখিয়া সেই মন হরষিতে।
পুষ্প এক দান কৈল রাহন্তার হাতে॥
পুষ্প দিয়া প্রণতি করিল ভিক্ষুবরে।
অন্তে গেল ধর্ম্ম-ফলে ইন্দ্রের নগরে॥
স্বর্গপুরে ত্রিশ কল্প সুখ ভোগ করি।
পুনরপি আসিয়া জন্মিল মর্ত্ত্যপুরী॥

রূপবান দয়াশীল অতি মহাশয়।
জন্মে জন্মে তার অঙ্গে পদ্ম-গন্ধ বয়॥
এক পুষ্প দান করি পায় বহু সুখ।
কদাচ না গেল সেই যমের সম্মুখ॥
ইচ্ছা যদি হয় পুষ্প দান করিবারে।
প্রক্ষালন করি নিয়া দিবে সংঘ-করে॥
সংঘ-হস্তে পুষ্প দান করে যেই লোকে।
তিন কল্প বাস সেই করে ব্রহ্মলোকে॥
কিবা পাণ, ফুল আদি বুদ্ধ-নামে যত।
সংঘ-হস্তে দান দিলে ফল হয় শত॥
ফরা-তারা * হ'তে সংঘ বাড়ে শতগুণে।
সংঘ হ'তে নরগণ সর্ব্বশাস্ত্র শুনে॥
সংঘ হীনে "বুদ্ধ-ধর্ম্ম" কেহ না মানিবে।
এই হেতু সংঘ শ্রেষ্ঠ সকলে জানিবে॥
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
তথাগত পদ্মোত্তর † ছিলেন যখন॥

* বর্ম্মাভাষায় "ফরা-তারা" পালীভাষায় "বুদ্ধা-ধাম্মা" এবং সংস্কৃত ভাষায় "বুদ্ধ-ধর্ম্ম" কহে।

† পালীভাষায় "পাদুমুত্তারো" ইনি অষ্টবিংশতি বুদ্ধের মধ্যে একজন বুদ্ধ।

একজনে তাঁকে এক পদ্ম দান দিল।
সেই পুণ্যে পরকালে ইন্দ্রলোকে গেল ॥
ষাটি কল্পাবধি ইন্দ্রপুরে ভোগ করি।
পুনরপি জন্ম হৈল এই মর্ত্ত্যপুরী ॥
সাধুকুলে দ্বিজকুলে জন্ম শত শত।
কুলীনের ঘরে জন্ম হলো কত শত ॥
ক্ষত্রকুলে কতবার হইলেক রাজা।
কতবার হইলেক বলে মহাতেজা ॥
চক্রবর্ত্তী রাজা হইলেক দশবার।
সসাগরা পৃথিবী শাসিল কত বার ॥
পদ্মপুষ্প তোলে যেবা গোসাঞি সম্মুখে।
এক পুষ্পে এক কল্প স্বর্গে থাকে সুখে ॥
খচটী অপরাজিতা আর নীলোৎপল।
লুচারাং* সহ এই চারি সমতুল ॥
সহস্র পুষ্পের তুল্য এক পুষ্প হয়।
সেই ফলে শত কল্প দেবলোকে রয় ॥

* এই পুষ্প পার্ব্বত্য প্রদেশেই অধিকাংশ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে এক যুগান্তরে অর্থাৎ বার বৎসর পরে একবার ফুল ফুটে। এই পুষ্প নীলবর্ণ। দেখিতে খুব সুশ্রী।

স্রাকাং দানকথা এবে করহ শ্রবণ।
স্রাকাং শব্দে পুষ্প-মালা শুন সর্ব্বজন॥
স্রক্ দান করে যেবা শুন তার কথা।
এই লোকে সুখ অন্তে যায় ব্রহ্মা যথা॥
দশ কল্প দেবপুরে থাকিবে সে জন।
নানামত কৌতুকেতে সহ দেবগণ॥
বহুকাল অমরাতে সুখ ভোগ করি।
পুনর্জ্জন্ম হইবেক এই মর্ত্ত্যপুরী॥
পুষ্প-মালা দান-কথা নাহি কিছু অন্ত।
কুলবন্ত ঘরে জন্ম হইবে অনন্ত॥
তিন জন্ম হইবেক চক্রবর্ত্তী রাজা।
সমস্ত পৃথিবী লোক করিবেক পূজা॥
দানেতে যতেক ধর্ম্ম না যায় কথন।
না বুঝিয়া নরগণ পাপে দেয় মন॥
দানশীল যেই তার নাহি যমভয়।
হরষিত চিতে রহে অমর-আলয়॥
দান-ধর্ম্ম করে যেবা দান-ধর্ম্ম-ফলে।
শমন-ভবনে না যাইবে কোন কালে॥
যেই খাও যে বিলাও এইমাত্র সার।
যাইবার কালে সঙ্গে না যাবে সংসার॥

পাপেতে পাপই বাড়ে দানে বাড়ে পুণ্য
মরণ কালেতে সঙ্গে যায় দুই জন ॥
দান কৈলে ধর্ম্ম লভে ধর্ম্ম হ'তে সুখ।
মন্দ কর্ম্মে পাপ হয় পাপে বাড়ে দুখ ॥

ছত্র-দান-মাহাত্ম্য।

ছত্র দান করে যেবা শুন তার তত্ত্ব।
বিস্তারিয়া কহিতেছি তাহার মাহাত্ম্য ॥
কনক রজত ছত্র যে দে গোসাঞিরে।
দশ কল্প থাকে সেই অমর নগরে ॥
ঊপেঁজেঁ* শ্রমণে † যেবা দিবে ছত্র দান।
অষ্টাদশ কল্প সেই বসে ইন্দ্রস্থান ॥

* ভিক্ষু এবং ঊপেঁজেঁ এক অর্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এই মাত্র বিশেষ। প্রথমটী পালীভাষা, দ্বিতীয়টী বর্ম্মাভাষা, পাঙ্গাং (মগী),-ভিক্ষুগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের পঞ্চাঙ্গ প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের নাম পালীভাষায় পাঞ্চাঙ্গা এবং বাঙ্গালা ভাষায় পঞ্চাঙ্গ বলে।

† পালী শামাণো; শামাণী। অষ্টম বৎসরে সকলকেই শামাণো হইতে হয়। অস্মদ্দেশে শামাণী বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলা অন্যায়। কেননা, শামাণী স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পুংলিঙ্গে শামাণো।

সুরপুরে নানা মত করিবেক সুখ।
দেব-কন্যা লয়ে সদা করিবে কৌতুক ॥
নরকুলে জন্ম হ'বে হ'য়ে জ্ঞানবন্ত।
ইহার পুণ্যের ফল জানিবে অনন্ত ॥
হীনকুলে জন্ম নাহি হ'বে কোনকালে।
ধর্ম্মবন্ত ক্ষমাশীল হ'বে রাজকুলে ॥
শুনিয়া রাহন্তাগণ পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
একথা শুনিয়া বড় সংশয় জন্মিল ॥
আপনি কহিলে এই করিনু শ্রবণ।
ছত্র দান ফরাকে করিবে যেই জন ॥
দশ কল্প রহিবেক অমর-ভুবন।
সংঘেরে করিলে দান অষ্টাদশ গুণ ॥
আগে বুদ্ধ পিছে সংঘ সর্ব্বলোকে জানি।
অধিক সংঘকে দানে অদ্ভুত কাহিনী ॥
রাহন্তাগণের মুখে এতেক শুনিয়া।
কহিলেন শ্রীআনন্দ বিস্তার করিয়া ॥
যাহা ভগবান-মুখে করেছি শ্রবণ।
সেই মত বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥
এই কথা আমি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসি ফরাকে।
এইরূপ ভগবান কহেন আমাকে ॥

শুন রে আনন্দ তুমি তার বিবরণ।
জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যে সব কথন ॥
বুদ্ধ নামে জান সেই আমি ভগবান।
ধর্ম্ম নামে ধর্ম্ম-শাস্ত্র করেছি বাখান ॥
সংঘ নামে দেখ যত শ্রাবক* মণ্ডল।
মম ধর্ম্ম যাহারা ধরায় প্রচারিল ॥
সংঘ হ'তে ফরা-তারা সকলে মানিবে।
সংঘ না থাকিলে নর কিছু না জানিবে ॥
অতেব সংঘেরে দানে পুণ্য বহুতর।
শুনহ শ্রাবক-শ্রেষ্ঠ আনন্দ সোদর ॥
খুক্কা † মালীবোহা ‡ দান করে যেইজন।
দুই কল্প থাকিবে সে অমরভুবন ॥

* শ্রাবক—বৌদ্ধ-ভিক্ষু, উপেঁজেঁ, রাউলী।

† এক প্রকার পতাকা। ইহা কাঁঠালপাতা দ্বারা পাণের খিলির মত তৈয়ার করিয়া তদভ্যন্তরে সূত্রবদ্ধ রুই দিয়া ধ্বজ এবং ছত্র প্রভৃতির কোণায় ঝুলাইয়া দেয়। (বর্ম্মা ভাষা)।

‡ ইহা কাগজ দ্বারা প্রস্তুত করে এবং ধ্বজদণ্ডের উপরি-ভাগে বেষ্টন করিয়া দিতে হয়। কাগজখণ্ডের একপাশে কেশর-বৎ করতঃ কাটিয়া দিতে হয়। (বর্ম্মা ভাষা)।

ক্রাংলেওয়া * তৈয়ার করি দান করে যদি।
ধর্ম্মফলে স্বর্গে থাকে চারি কল্পাবধি ॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা রচে ধর্ম্মরাজ।
আশা-অন্তে স্থান দিবে পদে ধর্ম্মরাজ ॥

ধ্বজ†-দান-মাহাত্ম্য।

তবে ত আনন্দ কহে যোড় করি পাণি।
আরো কিছু কহ প্রভু দানের কাহিনী ॥
এত শুনি ভগবান্ হরষিত মনে।
কহিলেন আনন্দেরে প্রিয়-সম্ভাষণে ॥
ধ্বজ-দান কথা বলি করহ শ্রবণ।
যে করে তাহার পুণ্য না যায় কহন ॥
যত বার তোলে ধ্বজ বুদ্ধের সম্মুখে।
তত কল্প থাকিবেক ইন্দ্রপুরে সুখে ॥
যত বার নড়ে ধ্বজ লাগিলে পবন।
তত কাল থাকিবে সে ব্রহ্মার ভুবন ॥

* ইহা এক খণ্ড বাঁখারীকে (কাইম্) ধনুকাকারে গুটাইয়া তাহাতে সূত্রনাল বেষ্টনকরতঃ, কুব্জ পৃষ্ঠে সূত্র বন্ধনপূর্ব্বক ধ্বজ অথবা ছত্রের কোণায় ঝুলাইয়া দেয়।

† ধ্বজ,—বাণা, ধ্বাজা (পালী), তাংখোয়াং (মগী), তাখঙ্ (বর্ম্মা)।

ধর্ম্ম ফলে জন্ম তার হ'বে নরকুলে।
কুলবন্ত-ঘরে জন্ম হ'বে ভূমণ্ডলে॥
কুলেশীলে রূপে গুণে হ'বে মহাতেজা।
এই মতে কত বার হইবেক রাজা॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হবে শতবার।
সসাগরা বসুন্ধরা শাসিবে অপার॥
হয়, হস্তী, গো, মহিষ, সপ্তরত্ন আদি।
শাসিবে সকল রাজ্য সাগর অবধি॥
শতেক অমাত্য হ'বে সৈন্য অগণিত।
রথ, রথী, পদাতিক হ'বে অপ্রমিত॥
সুন্দর আলয় পাবে সুবর্ণ-প্রাচীর।
পরশপাথর, মণি-মুকুতা-মন্দির॥
সহস্র রমণী পাবে রূপে বিদ্যাধরী।
দ্বিসহস্র পুত্র এক সহস্র কুমারী॥
তার দ্বারে দিবানিশি বাজিবে বাজনা।
গন্ধর্ব্বেরা গাহিবে নাচিবে দেবাঙ্গনা॥
এইরূপে কত কাল মর্ত্ত্য ভোগ করি।
দিব্য জ্ঞান পে'য়ে পুনঃ যাবে স্বর্গপুরী॥
ভাল কর্ম্মে ভাল গতি পাপ কর্ম্মে শূন্য
দানেতে দুর্গতি খণ্ডে পাপেতে তারণ্য॥

অতএব সাধ্যমতে কর সবে দান।
যমদণ্ডে দান হ'তে পাবে পরিত্রাণ॥
এত শুনি শ্রীআনন্দ করি যোড় হাত।
পুনরপি পুছিলেন সর্ব্বজ্ঞ-সাক্ষাত॥
কি দিয়া বানাবে ধ্বজ কেমন প্রমাণ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ ভগবান॥
তবে ভগবান কহে সেই সব কথা।
শুনিতে শ্রবণ-সুখ খণ্ডে মনোব্যথা॥
বসন, সূতায় কিম্বা বংশ-বেত্র দিয়া।
পতাকা বানাবে এই প্রমাণ করিয়া॥
অষ্টবিংশ হাত পূর্ণ কেতন নির্ণয়।
চতুর্দ্দশ হস্তে অর্দ্ধ জানিও নিশ্চয়॥
সপ্ত হস্তে চতুর্থাংশ পতাকা বাখান।
পতাকা বানাবে করি এমত প্রমাণ॥
ছোট ধ্বজ বানাইয়া যেই জন তোলে।
ততই ধর্ম্মের ফল মুনিগণ বলে॥
এ জন্মে করিলে দান পরলোকে পায়।
নরলোকে জন্ম হ'লে সুখেতে কাটায়॥
রোগ-ব্যাধি তার অঙ্গে কিছু না থাকিবে।
অন্তকালে যমপুরে কভু না যাইবে॥

চন্দ্রাতপ-দান-মাহাত্ম্য।

কহে পুনঃ ভগবান, আনন্দ শিষ্যের স্থান
শুন ভাই দিব্য পুণ্য কথা।
নানা মত দানকীর্ত্তি, শুনে যেই প্রতিনীতি
স্বর্গে যায় খণ্ডে দরিদ্রতা॥
দান হ'তে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মে পায় দেবালয়
দেবালয়ে করে নানা সুখ।
যে জন করয় দান, অন্তে পায় পরিত্রাণ
দান হ'তে বহুল কৌতুক॥
বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি'পরে, চন্দ্রাতপ যেই নরে
দান দিবে সভক্তি অন্তরে।
যত গুণ সূত্র-নাল, স্বর্গে থাকে তত কাল
তথা থাকি নানা সুখ করে॥
হইয়া দেবতা-সম, মনে কিছু নাহি ভ্রম
কেলি করে দেব-কন্যা সঙ্গে।
এই মতে দিবা নিশি, যেমন রোহিণী-শশী
বিহার করয় নানারঙ্গে॥

দিবানিশি দেব-সঙ্গে, সানন্দিত মনোরঙ্গে
গতি করে ব্রহ্মলোক আদি।
অপ্সরী কিন্নরী সনে, ক্রীড়া করে নিশি দিনে
নাহি থাকে সুখের অবধি॥
বহু দিন সুরলোকে, থাকিয়া সে নানাসুখে
পুনঃ জন্ম হয় নরলোকে।
নরকুলে হ'বে রাজা, ধর্ম্ম-ফলে মহাতেজা
পুনঃ রাজা করি দিবে তাকে॥
এই মতে দশবার, সুখী করি এ সংসার
পুনঃ যাবে অমর-ভুবনে।
চন্দ্রাতপ দানে এত, দান-ধর্ম্ম আরো কত
আছে ভাবি দেখ মনে মনে॥

চৈত্যাদি-দান-মাহাত্ম্যে বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন-মাহাত্ম্য।

জেদী দান করে যেবা শুন তার ফল।
নানারূপ চৈত্য সব বান্ধিয়া সকল॥
বাঁশের নির্ম্মিত জেদী যদি করে দান।
পঞ্চদশ-কল্প সেই থাকে ইন্দ্র-স্থান॥

বেদী ও বিহার দান করে যেই জনে।
তাহার পুণ্যের কথা শুন এক মনে॥
তৃণ কাষ্ঠ যত লাগে মন্দির প্রমাণ।
ততকাল থাকে সেই পুরন্দর-স্থান॥
মগীভাষে "ক্যাঙ্" বলে বঙ্গেতে "বিহার।"
বাঙ্গালায় "বেদী" মগী "চিঙ্" সারোদ্ধার॥
ক্যাঙ্-চিঙ্ পরিষ্কার করে যেই জন।
কোটী-কল্প ইন্দ্রপুরে রহে সেই জন॥
নরজন্মে হইবেক সেই মহাতেজা।
দশবার হইবেক চক্রবর্ত্তী রাজা॥
বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি যেই করয় স্থাপন।
তার সম ধার্ম্মিক নাহিক ত্রিভুবন॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তলাদি—অষ্ট ধাতু দিয়া।
পাষাণ-ইষ্টক কিম্বা বৃক্ষের গঠিয়া॥
তাহার ধর্ম্মের কথা কহিতে বিস্তর।
ত্রিশকোটী-কল্প রহে অমর-নগর॥
সুরপুরে বহুবিধ সুখ ভোগ করি।
ধর্ম্ম-ফলে পুনঃ জন্ম হ'বে মর্ত্ত্যপুরী॥
পৃথিবীতে মহারাজ হ'বে ধর্ম্ম-ফলে।
সসাগরা পৃথিবী শাসিবে বাহুবলে॥

হস্তী, ঘোড়া, রথ, রথী, সৈন্য বহুতর।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ পাইবে নগর॥
মাণিক্য-রচিত পুরী মুকুতা-প্রবাল।
নানামত বাদ্য পাবে শুনিতে বিশাল॥
শতেক বাগান পাবে পরম সুন্দর।
পশু, পক্ষী, পরিপূর্ণ পিক, মধুকর॥
ক্ষমাশীল, দানশীল, চক্রবর্ত্তী রাজা।
সাগর অবধি সবে করিবেক পূজা॥
এই মত চক্রবর্ত্তী কত বার হৈয়া।
পুনঃ স্বর্গ ভোগ করে ব্রহ্মপুরে গিয়া॥
কিবা সাধুকুলে কিবা মহাকুলে আর।
কিবা হীনকুলে জন্ম না হইবে তার॥
যেইজন ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম ভাবে মনে।
কভু না যাইবে ভানু-সুতের ভুবনে॥
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে ধর্ম্ম পাপে বাড়ে পাপ।
দানেতে দুর্গতি খণ্ডে পাপে পরিতাপ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ফরাচিঙ্গ্* করিলে দান, পাইবে পরম স্থান
ষোল-কল্প দেব-লোকে র'বে।
মুকুট প্রদানে যেই, ইন্দ্রপুরে গিয়া সেই
বহু সুখ তথায় করিবে॥
পৃথিবীমণ্ডলে সেই, ছত্র-দান করে যেই
হইবেক চক্রবর্ত্তীরাজ।
পালঙ্গ প্রদানে যদি, পার হ'য়ে ভবনদী
ত্রিশ-কল্প দেবের সমাজ॥
রহিবে পরম সুখে, সুর সহ সকৌতুকে
দিবানিশি দেবাঙ্গনা সনে।
ইন্দ্র-সভা-মধ্যে গেলে, শচীপতি কুতুহলে
স্থান দিবে আপন আসনে॥
এইরূপ যত দান, করে যেই পুণ্যবান
পৃথিবীতে সেই হ'বে রাজা।
সপালঙ্ক বুদ্ধ-মূর্ত্তি, সহিত পরম ভক্তি
যেই জন স্থাপি করে পূজা।

---

* ফরাচিঙ্গ্—বৌদ্ধ-মন্দির, যাহাতে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই ফলে দেবপুরে, যাবে সেই রথে চড়ে
মহাসুখে অমর-নগরে।
বিংশ-কল্প অনুমান, সুখে র'বে দেব স্থান
পুনর্জন্ম হ'বে মর্ত্ত্যপুরে॥
আসি এই ভূমণ্ডলে, নরলোকে রাজকুলে
জন্ম লভি র'বে সুখে হেথা।
হ'বে চক্রবর্ত্তী রাজা, সকলে করিবে পূজা
দান হ'তে সুখ যথা তথা॥
কিবা ইহ পরলোকে, দুই লোকে মহাসুখে
এইমত নিবাস সর্ব্বথা।
সাধু জন অপমান, নহে কভু কোন স্থান
সাধুর আদর যথা তথা॥
দেখিয়া ভিক্ষুক-গুরু, মনে ভাবে কল্পতরু
মহাসাধু জন সেই হয়।
উপেঁজেঁ-শ্রমণ দেখি, যার মন হয় সুখী
সেই যাবে দেবের আলয়॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা, মধুর ভারতি গাঁথা
শুনে যেবা ভক্তি করি মন।
কোটী জন্ম পাপ ছাড়ি, যাবে সেই দেবপুরী
নানা সুখ করিবে সে জন॥

অন্ন-মেরু দান-মাহাত্ম্য।

অন্ন-মেরু* দান-কথা শুন সর্ব্বজন।
কহেন আনন্দ চাহি যত ভিক্ষুগণ॥
অন্ন-মেরু দান দিলে হ'য়ে একমন।
দশ-কল্প থাকিবে সে অমর-ভুবন॥
অন্ন-মেরু নির্ম্মাণের শুন বিবরণ।
সুমেরু আকৃতি করি করিবে গঠন॥
থাকে থাকে বানাইবে পরম যতনে।
যথাশক্তি অন্ন তাতে দিবে ভক্তি মনে॥
সমুদায় অন্ন যদি দিতে না পারিবে।
পর্ব্বত আকৃতি করি খাঁচা বানাইবে॥
শক্তিমতে বানাইবে বাঁশ-বেত দিয়া।
তিন থাক সপ্ত থাক যতন করিয়া॥
যেবা যত থাক পারে যতন করিয়া।
তদুপরি লেপন করিবে অন্ন দিয়া॥

* মগীতে "থাম্মাং" বলে অন্ন বাঙ্গালায়।
"তঙ্" শব্দে বঙ্গভাষে পর্ব্বত বুঝায়॥
পর্ব্বতের অন্য এক নাম আছে মেরু।
অতেব "থাম্মাতং" শব্দ অর্থ অন্ন-মেরু

ফল, পুষ্পে, ধ্বজ, ছত্রে করিয়া সাজন।
উৎসর্গ করিবে ইহা সহ ভক্তিমন॥
এইরূপে অন্ন-মেরু যে করিবে দান।
দশ-কল্প থাকে সেই ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
নানাবিধ সুখ ভোগ করি স্বর্গপুরী।
রাজা হ'য়ে জন্ম পুনঃ হয় মর্ত্ত্যপুরী॥

পাণ* ও পুষ্প-মেরু দান মাহাত্ম্য।

পুষ্প-মেরু দান যদি করে কোন জন।
অষ্ট-কল্প থাকে সেই অমর-ভুবন॥
উপরোক্ত মতে করি পর্ব্বত গঠন।
তাম্বুল, কুসুম দিয়া করিবে সাজন॥
এ সব দানের ফলে হ'বে মহাতেজা।
নরকুলে জন্ম হ'লে হ'বে মহারাজা॥
বহুবিধ ধন, রত্ন, দাস, দাসীগণ।
অহর্নিশি তার দ্বারে বাজিবে বাজন॥

* মগীভাষে "ফাইং" বলে বাঙ্গালায় ফুল।
মগীভাষে "খোয়াইং" বলে বাঙ্গালা তাম্বুল॥

এই মতে ত্রিশ জন্ম মর্ত্ত্য ভোগ করি।
পুণ্যফলে পুনর্ব্বার যাবে স্বর্গপুরী॥

পিণ্ড* দান মাহাত্ম্যে সংঘ-মাহাত্ম্য এবং শ্রীমতী উপাখ্যান।

বুদ্ধধর্ম্ম-অবলম্বী ব্রহ্মচারীগণ।
আনন্দের পদে পুনঃ করে নিবেদন॥
তব শ্রীমুখের বাণী পীযুষ সমান।
অপূর্ব্ব বর্ণন দান-ধর্ম্ম-উপাখ্যান॥
তব কৃপাবলে বহু করিনু শ্রবণ।
আর শুনিবারে আশা জন্মিল এখন॥
রাহন্তাগণের এত বিনয় শুনিয়া।
কহিলেন শ্রীআনন্দ হরিষ হইয়া॥
ভগবান মুখে যাহা করেছি শ্রবণ।
আদ্যোপান্ত কহিতেছি করহ শ্রবণ॥
পিণ্ড দান করে যেবা সেই সাধুজন।
তাহার পুণ্যের কথা করহ শ্রবণ॥

* পিণ্ড—বর্ম্মাভাষায় "ছোয়াইং"।

পরিপূর্ণ করি দিলে ভিক্ষু-শ্রমণেরে।
দানের প্রভাবে সেই যাবে স্বর্গপুরে॥
পঞ্চশীল পঞ্চপণ পালে যেই জন।
তাহার সমান সাধু নাহি ত্রিভুবন॥
হেন শত জনে খে'লে যত পুণ্য হয়।
অষ্টশীল পালনেতে ততেক উদয়॥
এইরূপ শতজনে যদি অন্ন খায়।
এক শ্রমণের তুল্য শাস্ত্রে হেন গায়॥
শতেক শ্রমণে খে'লে পুণ্য হয় যত।
এক ভিক্ষু ভোজনেতে ফল হয় তত॥
শত ভিক্ষু ভোজনেতে যত ফল হয়।
থের এক ভোজনেতে তত পুণ্যোদয়॥
শত থের ভোজনেতে যত ফলোদয়।
এক মহাথের* খে'লে তত ফল হয়॥
শত মহাথের খে'লে যত ধর্ম্ম ফলে।
একচর † এক সম শাস্ত্রে হেন বলে॥

* যিনি বিহারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ ভিক্ষু-পদ গ্রহণের দিবস হইতে ধরিয়া যাঁহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; বিশেষতঃ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ। পালীভাষায় "মহাথেরা"।

† যিনি অন্যান্য ভিক্ষুগণের সহিত দলে মিশ্রিত হইয়া আহার বিহার করেন না। পালীভাষায় "একাচারা"।

শত একচর খেলে পুণ্য হয় যেই।
বিনয়থের * এক জনে ধর্ম্ম হয় সেই॥
শতেক বিনয়থের ভোজনে যে ফল।
স্রোতাপন্ন † এক সম জানিবে সকল॥
স্রোতাপন্ন শত জনে ফল হয় যত।
সকৃদাগামী ‡ একজনে পুণ্য হয় তত॥
সকৃদাগামী শত জনে যত পুণ্য হয়।
অনাগামী § এক জনে তত ফলোদয়॥
অনাগামী শত জনে যত ধর্ম্ম হয়।
অরহত ¶ একজনে ততই নির্ণয়॥

---

* যিনি বিনয় (উইনায়ো) শাস্ত্রে (অর্থাৎ যে গ্রন্থে ভিক্ষু-গণের শাসন এবং নিয়মাবলী লিখিত আছে) পারদর্শী তাঁহার নাম "উইনায়া থারা" "উইনায়া থেরা" বা "বিনয় থের"।

† নির্ব্বাণ লাভের প্রথম অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। পালীভাষায় "সোতাপান্নো"।

‡ নির্ব্বাণ লাভের দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। পালীভাষায় "সাকাদাগামী"।

§ যিনি মির্ব্বাণ লাভের তৃতীয় পথে উপস্থিত; পালী-ভাষায় "আনাগামী"।

¶ যিনি নির্ব্বাণ লাভের চতুর্থ পথে বিচরণ করিতেছেন। পালীভাষায় "আরাহা; আরাহাং"।

অরহত শত জনে ধর্ম্ম হয় যত।
একই প্রত্যেকবুদ্ধে* ধর্ম্ম হয় তত॥
শতেক প্রত্যেকবুদ্ধে ধর্ম্ম হয় যত।
সম্যকসম্বুদ্ধে† দানে পুণ্য হয় তত॥
এমত প্রকারে প্রভু আপনি কহিল।
শুনিয়া আনন্দ করযোড়ে জিজ্ঞাসিল॥
আপনি বলিলে প্রভু এমত বচন।
তবে কেন "সংঘকে" পূজিবে নরগণ॥
সর্ব্বজ্ঞকে পিণ্ড দানে যদি এত ধর্ম্ম।
তবে কেন নরগণ করে এত কর্ম্ম॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব ভগবান।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব আনন্দের স্থান॥
"সংঘকে" পূজিলে লোক "বুদ্ধ-ধর্ম্মে" পাবে।
"সংঘ" না মানিলে নর নরকেতে যাবে॥

---

* যিনি স্বীয় শক্তি বলে, বিনা সাহায্যে বা উপদেশে বুদ্ধত্ব লাভ করতঃ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু কাহারও নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া যান নাই। (পালী) "পাচ্চেকা-বুদ্ধা"।

† যিনি আত্ম-বলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন। পালী "সাম্মাসাম্বুদ্ধা।"

"বুদ্ধ-ধর্ম্ম" হ'তে "সংঘ" বাড়ে শত গুণে।
"সংঘ" হ'তে ধর্ম্ম-শাস্ত্র সর্ব্ব লোকে শুনে॥
"সংঘ" হ'তে মম শাস্ত্র পৃথিবী পূরিল।
"ধর্ম্মের" এতেক মান "সংঘ" বাড়াইল॥
"ধর্ম্ম" হ'তে মম নাম পৃথিবী ব্যাপিত।
নতুবা আমার নাম কেহ না জানিত॥
"সংঘ"-হীনে "বুদ্ধ-ধর্ম্ম" কেহ না জানিবে।
এই হেতু "সংঘ" শ্রেষ্ঠ সকলে পূজিবে॥
আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কহিব সকল কথা বিস্তার করিয়া॥
শ্রীমতী নামেতে ছিল কাশ্যপ-ভগিনী।
সম্বন্ধেতে হয় তাঁহার পিসীর-নন্দিনী॥
জন্মাবধি "ফরা-তারা" জপন করিল।
"সংঘ" নাম কখন সে মুখে না লইল॥
তার কত দিন পরে কালপূর্ণ হৈয়া।
পরলোকে গেল তিনি শরীর ছাড়িয়া॥
রবি-সুত-দূতগণ সত্বর আসিয়া।
বন্ধন করিয়া নিল পাতকী বলিয়া॥
পাপ পুণ্য বিচার করিয়া প্রেত-পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে দূতগণ প্রতি॥

এ পাপীকে ল'য়ে সবে করহ গমন।
শুনহ আমার আজ্ঞা যত দূতগণ॥
যেই লৌহ-কুণ্ডে তিন লৌহকাঁটা আছে।
ইহাকে ফেলাও নিয়া সেই কুণ্ড-মাঝে॥
যমের এতেক বাক্য শুনি দূতগণ।
লইয়া চলিল সবে করিয়া বন্ধন॥
যেই কুণ্ডে তিন কাঁটা দূতগণ নিয়া।
হস্তপদে ধরি তথা দিল ফেলাইয়া॥
শ্রীমতী নরকে পড়ি কাঁটা ফুটে বুকে।
পরিত্রাণ না দেখিয়া ভাই ভাই ডাকে॥
নরকে পড়েছে ভগ্নী সর্ব্বজ্ঞ দেখিল।
কেমনে করিবে ত্রাণ মনেতে ভাবিল॥
ডাকিয়া বলিল ভগ্নী শুন মোর কথা।
দেখিয়া তোমার দুঃখ মনে লাগে ব্যথা॥
কাশ্যপ বলিল ভগ্নী তুমি পাপমতি।
নরকে পড়িয়া এবে পে'তেছ দুর্গতি॥
বারে বারে নরলোকে বলিয়াছি আমি।
অহঙ্কারে "সংঘ" নাম না লইলে তুমি॥
এখনও ভাল আছে কহিনু তোমারে।
"ফরা-তাঁরা-সাংঘা" নাম লও একবারে॥

শুনিয়া শ্রীমতী এত "ফরা-তারা" কয়।
দুই নামে দুই কাঁটা আপনি খসায়॥
"সংঘ" না বলিলে পুনঃ তিন কাঁটা ফুটে।
পরিত্রাণ নাহি দেখে পড়িয়া সঙ্কটে॥
শ্রীমতী বলিল ভাই বলি যে তোমারে।
"ফরা-তারা" নাম আমি জপি বারে বারে॥
নফরের নাম আমি কভু না লইব।
"ফরা-তারা" দুই নাম সর্ব্বদা জপিব॥
এত শুনি ভগবান দিলেন উত্তর।
বহু দিন র'বে তুমি নরক-ভিতর॥
এত বলি ভগবান অন্তর্দ্ধান হৈল।
মহাপাপী শ্রীমতী সে নরকে রহিল॥
নরকে রহিল যমদূতে করে দণ্ড।
অস্ত্রাঘাতে মাংস কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
যমের তাড়না আর সহিতে না পারে।
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম জপিল অন্তরে॥
হেনকালে আপনি আইল ভগবান।
দেখিল নরক মাঝে করয় তারণ॥
কাশ্যপ কহিল ভগ্নী শুন ইতি ভাষ।
"সংঘ" নাম লও মুখে করিয়া প্রকাশ॥

শ্রীবুদ্ধের মুখে তিনি এতেক শুনিয়া।
লইল সংঘের নাম প্রকাশ করিয়া॥
তিন নাম একবারে যদি নিল মুখে।
আনন্দ হইয়া চলি গেল স্বর্গে সুখে॥
শ্রীমতীর মুক্তি, সংঘ-মাহাত্ম্য কথন।
এক মনে যেই জন করিবে শ্রবণ॥
সেই জন অন্তকালে বিমানে চড়িয়া।
মহানন্দে ব্রহ্মলোকে যাইবে চলিয়া॥
অহঙ্কারে যেই জন "সংঘ" না মানিবে।
উভয় সপ্তম কুল নরকে রহিবে॥
অন্তে ধর্ম্মরাজ-পদ পাইবার আশে।
ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া রচিল বঙ্গ-ভাষে॥

অন্নদান-মাহাত্ম্যে হিরণ্য-কেশরী-উপাখ্যান।

কহে পুনঃ ভগবান আনন্দে চাহিয়া।
অন্নদান-কথা শুন কহি বিস্তারিয়া॥
অন্নদান সম দান ত্রিভুবনে নাই।
সকলের শ্রেষ্ঠ দান অন্নকে বুঝাই॥

পুনঃ ভগবান কহে আনন্দ সদন।
শুনহ পূর্ব্বের এক বলি বিবরণ ॥
হিরণ্য-কেশরী নামে ছিল একজন।
মন দিয়া শুন কহি তার বিবরণ ॥
নানা দান করেন সে বিবিধ প্রকারে।
তার সম ধর্ম্মশীল নাহিক সংসারে ॥
নানা মত দান করে যেমন বিধান।
হেলা করি অন্ন নাহি করিলেন দান ॥
কত দিন পরে তাঁর কাল পূর্ণ হৈল।
ধর্ম্ম-ফলে দেহ ত্যজি স্বর্গপুরে গেল ॥
ইহলোকে নরপতি যত দান দিল।
এক গুণে লক্ষ গুণ তথায় পাইল ॥
সকল পাইল স্বর্গে অন্ন নাহি পায়।
ক্ষুধার অনল আর সহা নাহি যায় ॥
তবে রাজা চলি গেল ধর্ম্মের* সদন।
নমস্কার করি কহে ক্ষুধার কারণ ॥
তুমি প্রভু ধর্ম্মরাজ হও ধর্ম্ম-পতি।
অন্নের কারণে পাই বহুল দুর্গতি ॥

---

* যম, প্রেতপতি, ধর্ম্মরাজ।

রজত-কাঞ্চন আদি মাণিক্য-প্রবাল।
পুষ্পের শয়ন-শয্যা পেয়েছি বিশাল॥
এ সকল সুখ মম সুধু অকারণ।
ক্ষুধার অনলে অঙ্গ হ'তেছে দহন॥
ধর্ম্মরাজ বলে তথা করিয়াছ যেই।
স্বর্গেতে আসিয়া তুমি পাইয়াছ সেই॥
কার ইষ্ট নহি আমি কার নহি বৈরী।
তিল মাত্র বেশী কমি করিতে না পারি॥
যেই জন যত দান করিয়াছে তথা।
সেই জন সেই মত পায় আসি হেথা॥
হেলা করি অন্নদান না করিলে তুমি।
তোমাকে কাহার অন্ন আনি দিব আমি॥
এতেক শুনিয়া রাজা নিঠুর বচন।
বিষাদিত হ'য়ে নৃপ করিল গমন॥
কিরূপে থাকিবে নাহি উপায় দেখিয়া।
আপনার কর্ম্ম মানি বিষাদ ভাবিয়া॥
ক্ষুধার যন্ত্রণা রাজা সহিতে না পারি।
অপমান পায় রাজা হিরণ্য-কেশরী॥
অন্নের অভাব রাজা সহিতে নারিয়া।
আপনি আপন-মাংস খায় সে কাটিয়া॥

এই মতে কত দিন আছেন রাজন।
অপমানে শোকে দুঃখে বিষাদিত মন॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা স্থির নহে মন।
এক দিন দেখিলেন কশ্যপ-নন্দন॥
ক্ষত অঙ্গ দেখি বলিলেন সুরবর।
কি কারণে ক্ষত অঙ্গ দেখি নরবর॥
এত শুনি সবিনয়ে করি নমস্কার।
কহিতে লাগিল যত দুঃখ আপনার॥
করিনু সকল দান, সংসারে থাকিয়া।
না করিনু অন্নদান তাচ্ছিল্য করিয়া॥
পৃথিবীতে দান করিয়াছি যে সকল।
সকল পে'য়েছি অন্ন না পাই কেবল॥
অন্নের বিহনে আর রহিতে না পারি।
তোমার গোচরে এই নিবেদন করি॥
একারণে খাই আমি কাটি নিজ-অঙ্গ।
ইহার কারণে হইয়াছে ক্ষত অঙ্গ॥
এত শুনি পুরন্দর বলিল রাজারে।
করিব তোমার হিত না ভাব অন্তরে॥
তবে দেবরাজ ইন্দ্র সত্বর গমনে।
পৃথিবীতে আসি কহে তাঁহার নন্দনে॥

বাসব-মুখেতে শুনি বাপের কথন।
বিষণ্ণ হইয়া নৃপ করেন রোদন॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি কাঁদ কি কারণ।
অন্নদান কর তুমি আনি দ্বিজগণ*॥
শুনিয়া নৃপতি-সুত বাসব-বচন।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেক যত ভিক্ষুগণ॥
তবে নৃপ-সুত অন্ন প্রদান করিল।
দিব্য ভোগ্য অন্ন রাজা স্বর্গেতে পাইল॥
অন্ন পেয়ে নরপতি আনন্দিত মন।
মহাসুখে রহে রাজা অমর-ভুবন॥
এই হেতু করি অন্নদানের বাখান।
ত্রিভুবনে নাহি অন্নদানের সমান॥
অন্ন দান সমতুল্য আর কিছু নাই।
আনন্দ শ্রাবক-স্থানে কহেন গোসাঞি॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত কথা অমৃত-ভাণ্ডার।
একমন হ'য়ে শুন সকল সংসার॥

* বৌদ্ধভিক্ষু, শ্রাবক।

চীবর* দানমাহাত্ম্য।

কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে, মাঘ কিম্বা বৈশাখেতে
চীবর করিবে যেবা দান।
শ্রাবক-শ্রমণ-করে, কিম্বা বুদ্ধ-কলেবরে
শমনের হস্তে পাবে ত্রাণ॥
যত থাকে সূত্র-নাল, স্বর্গে রহে ততকাল
মহাসুখে দেবগণ সনে।
অপ্সরী কিন্নর সনে, রতি-কেলি নিশিদিনে
করে সেই অমর-ভুবনে॥

* বঙ্গভাষায় "কাষায় বস্ত্র," সংস্কৃত ভাষায় "চীবর" পালী ভাষায় "চিওয়ারাং" বর্ম্মা ভাষায় "সাংঘাইং" কহে। ভিক্ষুগণের উত্তরীয় বস্ত্রকে, (বঙ্গ) উত্তরীয় চীবর, (সং) উত্তরাসঙ্গ, (পা) উত্তারাসাঙ্গা, (ব) একাচী; পরিধেয় চীবরকে (সং) অন্তর্বাস, (পালী) আন্তারা ওয়াসা, (ব) সেম্বাইন। যে সকল "উত্তরাসঙ্গে" একযোড়া থাকে, তাহাকে পালী-ভাষায় "সাংঘাটিং" এবং বর্ম্মভাষায় "নেথাটেগাঁ বা তুক" বলে। ইহা কেবল ভিক্ষুগণই পরিতে পারে, শ্রমণগণের পরিধেয় নহে।

পুনর্ব্বার এই ফলে, জন্ম হ'বে ভূমণ্ডলে
সংসারে হইবে মহারাজা।
হয়-হস্তী অগণিত, সেনা-সৈন্য অপ্রমিত
বাহুবলে হ'বে মহাতেজা॥
রথ-রথী পাবে যত, তাহা বা কহিব কত
গো-মহিষ কেবা করে সংখ্যা।
কাঞ্চন-রজত-পুরী, জিনি দেব-সুরপুরী
কিম্বা জিনি অলকা বা লঙ্কা॥
লেখা নাহি দাস-দাসী, যেমন অমরা-বাসী
ধন জিনি কুবের-ভাণ্ডার।
পঞ্চ শত রাজ-কন্যা, রূপে-গুণে মহী-ধন্যা
রমণী যে হইবে তাহার॥
সমস্ত পৃথিবী খণ্ড, যতদূর যমদণ্ড
হইবে তাহার করতলে।
রাজসূয় আদি যত, ধর্ম্মকর্ম্ম কত শত
করিবেক পৃথিবীমণ্ডলে॥
অপার মহিমা হবে, বাদ্যভাণ্ড কলরবে
নানা বাদ্য জয় জয় ধ্বনি।
এই মত কত বার, জন্মিবেক এ সংসার
পুনঃ পুনঃ আসিয়া ধরণী॥

ছোট রাজা কত বার, সাধুকুলে জন্ম তার
আরো দ্বিজকুলেতে জন্মিবে।
পুণ্য-ফলে ধরণীতে, এইরূপ শতে শতে
মহাকুলে জনম লভিবে॥
দানবন্ত দয়াশীল, শিষ্ট, শান্ত, ক্ষমাশীল
পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে হ'বে রায়।
কতবার সুখ করি, পুন যাবে স্বর্গপুরী
এই মতে আসে আর যায়॥
দান কৈলে হয় ধর্ম্ম, পাপ কৈলে শুন মর্ম্ম
পাপী নর নরক ভুঞ্জয়।
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা, শ্রবণে অমৃত গাঁথা
অন্তকালে নাহি যমভয়॥

শ্রাবক এবং শ্রমণ হওন বা করান মাহাত্ম্য।

অতঃপর ভগবান হরষিত মনে।
প্রিয়-ভাষে কহিলেন আনন্দের স্থানে॥
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন।
যত যত দান আছে মনুষ্য-ভুবন॥

শ্রমণ করায় যদি অন্যের বালক।
চারি-কল্প থাকিবে সে গিয়া সুরলোক॥
জ্ঞাতি-পুত্র শ্রমণ করায় যেই জন।
পঞ্চ-কল্প থাকিবে সে অমর-ভুবন॥
নিজ-পুত্র যেই জন করায় শ্রমণ।
দশ-কল্প থাকে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
আপনি শ্রমণ হ'লে শুন তার কথা।
ষোল-কল্প পর্য্যন্ত থাকিবে ইন্দ্র যথা॥
পঞ্চাঙ্গ* করায় যদি অন্যের কুমার।
ধর্ম্ম-ফলে অষ্ট-কল্প স্বর্গে বাস তার॥
জ্ঞাতি-ভ্রাতৃ-পুত্র যদি উপেঁজেঁ করায়।
অষ্টাদশ-কল্প সুরপুরে বাস তায়॥
ধর্ম্মপুত্র পোষ্যপুত্র ভিক্ষু করে যদি।
সুরপুরে থাকিবে সে দশ-কল্পাবধি॥
আপনি ভিক্ষুক হ'লে মহাফল হয়।
ত্রিশ-কল্প থাকিবে সে ইন্দ্রের আলয়॥
বৌদ্ধ-কুলে জন্মি' যদি না হয় শ্রমণ।
পিতৃ-শ্রাদ্ধ-উপযুক্ত নহে সেই জন॥

* উপেঁজেঁ, ভিক্ষু, শ্রাবক।

শ্রমণ না হ'লে তারে বৌদ্ধ নাহি কয়।
কহিলেন ভগবান জানিবে নিশ্চয়॥
শুন সাধু নরগণ এক মন হৈয়া।
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত কহি বাঙ্গালা রচিয়া॥

গাভীদান-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠ-স্বর্গবর্ণন।

ভগবান কহিলেন আনন্দ সুজন।
গাভীদান কথা এবে করহ শ্রবণ॥
গাভীদান করে যেবা শুন তার ফল।
বৎস সহ গাভীদান করে যে সকল॥
এক শত ধেনু দানে যত ফল হয়।
এক কপিলার সম জানিও নিশ্চয়॥
কাঞ্চন জড়িয়া গাভী যেবা করে দান।
ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান॥
আমন্ত্রিয়া চতুর্দ্দিক যত নরগণ।
কদাচিৎ ভোজন করায় কোন জন॥
এ সকল ভোজনেতে যত ফল হয়।
এক গাভীদান সম শাস্ত্রে হেন কয়॥

দুগ্ধ-ঘৃত-গাভী দান করে যেই জন।
উভয় সপ্তম কুল স্বর্গেতে গমন॥
ষষ্ঠ-স্বর্গে সেই জন করিবে ভ্রমণ।
বহুবিধ সুখ ভোগ করিবে সে জন॥
এতেক শুনিয়া কহে আনন্দ তখন।
ষষ্ঠ-স্বর্গ নাম প্রভু করহ বর্ণন॥
শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ আনন্দের এ বচন।
ক্রমে ষষ্ঠ-স্বর্গ করিলেন বরণন॥
প্রথমের নাম "পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী*"।
দ্বিতীয়-পুরীর নাম "নিরমাণরতি†"॥
তৃতীয়-পুরীর নাম "তুষিত‡" বাখানি।
চতুর্থ-পুরীর নাম "যাম§" এই জানি॥
পঞ্চম-পুরীর নাম "ত্রয়োত্রিংশলোক¶"।
ষষ্ঠ-পুরী নাম "চতুর্‌মহারাজিক‖"॥

* পালী "পারানিম্মিতা ওয়াশাওয়াত্তি"। প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ দেবপুরী।

† পালী "নিম্মানারাতি"। দ্বিতীয় দেবলোক।

‡ পালী "তুষিতা"। তৃতীয় দেবলোক।

§ পালী "য়ামা"। চতুর্থ দেবপুরী।

¶ পালী "তাওয়াতিংশা"। পঞ্চম দেবপুরী।

‖ পালী "চাতুম্মাহারাজিক"। ষষ্ঠ বা সর্ব্বনিম্ন দেবপুরী।

একাদিক্রমেতে এই ষষ্ঠ-দেব-স্থান।
ষষ্ঠ-স্থানে সদা সুখ কহে ভগবান॥
এই ধর্ম্ম-ফলে যায় সেই ছয়-স্থানে।
কোটী-কল্প পর্য্যন্ত থাকিবে দেব-সনে॥
সংসারেতে মহারাজা হ'বে চক্রবর্ত্তী।
করতল হ'বে সাগরান্ত বসুমতী॥
চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেক কত বার।
ছত্রধারী রাজা হ'বে অসংখ্য অপার॥
দ্বিজ-ক্ষত্রকুলে জন্ম হ'বে অগণিত।
সাধুকুলে জন্ম তার হ'বে অপ্রমিত॥
রোগহীন দুঃখহীন হ'বে সাধুজন।
হীনকুলে জন্ম তার না হবে কখন॥
মিথ্যাবাক্য শাস্ত্র-নিন্দা কভু না করিবে।
অহর্নিশি সাধুজন সঙ্গেতে বসিবে॥
যে সকল লোক করে শাস্ত্রমত দান।
ধর্ম্ম-ফলে যমদণ্ডে পাবে পরিত্রাণ॥
লোকে বুঝিবারে কহি পাঁচালী রচিয়া।
শুন শুন সাধুগণ একমন হৈয়া॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত কথা অমৃত-ভাণ্ডার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবনদী পার॥

নানাপ্রকার দান-মাহাত্ম্য।

তবেত আনন্দ পুনঃ করি পরিহার।
শ্রীগৌতম-শ্রীচরণে করি নমস্কার॥
বলে প্রভু ভগবান জগত-তারণ।
তুমি বিনা কে ছাড়াবে ভবের বন্ধন॥
তুমি না তরালে নর তরিবে সে কিসে।
তরণী হারায়ে সবে হারা'য়েছে দিশে॥
অতএব আরো কিছু দানের কাহিনী।
কহ প্রভু তথাগত কর্ণ ভরি শুনি॥
এতেক শুনিয়া শাস্তা বলিল বচন।
একমনে শুন কহি দানের কথন॥
অশ্ব, হস্তী, গো, মহিষ যেবা দান করে।
পাল্কী, তঞ্জং দান করে যেই নরে॥
সেই জন যায় অন্তে অমর-ভুবনে।
চারি-কল্প থাকিবে সে পুরন্দর সনে॥
নরকুলে পুনর্জ্জন্মে হ'বে সাধুজন।
কে কহিতে পারে তার ধর্ম্মের কথন॥
কাঞ্চন-রজত-পাত্র কোটরা সহিত।
গাড়ু-ঘটী আদি পাত্র যেমন বিহিত॥

সরই পুষ্পের পাত্র আদি এ সকল।
তাম্র-কাংস্য-বিনির্ম্মিত অথবা পিত্তল॥
এই সব দান করে যেই সাধুজন।
দুই-কল্প রহে সেই অমর-ভুবন॥
পান, পুষ্প, খই তোলে গোসাঞি সম্মুখে
তিন-কল্প ইন্দ্রলোকে বসে সেই সুখে॥
ধর্ম্ম-ফলে পুনর্ব্বার জন্ম হ'বে ক্ষিতি।
তিন বার মহারাজা হ'বে চক্রবর্ত্তী॥
"ফরা-তারা-সংঘা" বলি বর্ম্মাভাষে কয়।
সংঘ-হস্তে দান দিলে বহু পুণ্য হয়॥
অন্ন-জল দান আর ভোজন সম্বল।
মধু আদি মিষ্ট রস নানা মিষ্ট ফল॥
দুগ্ধ আদি পঞ্চামৃত একচিত্ত হ'য়ে।
যে জন করেন দান ভিক্ষুক দেখিয়ে॥
এক গুণ দান হেথা করে যেই জন।
পরলোকে লক্ষ গুণ পাইবে সে জন॥
এ সকল দান-ফলে দেবালয়ে যাবে।
দশ-কল্পাবধি সুখ তথায় করিবে॥
ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত বহুল সুখ করি।
পুনঃ কত দিনে জন্ম হ'বে মর্ত্ত্যপুরী॥

নরলোকে সাধুকুলে হইবেক জন্ম।
রাজা হ'য়ে বহু সুখ ভুঞ্জিবে আজন্ম॥
পৃথিবীতে নানা মত করি সুখভোগ।
রথে চড়ি পুনঃ চলি যাবে স্বর্গলোক॥
দান-ধর্ম্ম করে যেবা সাধু বলি তারে।
ইহলোকে সুখ অন্তে যায় সুরপুরে॥
অন্ন-বস্ত্র-ভূমি দান যেই জন করে।
বৎস সহ গাভী দান করে যেই নরে॥
ইহলোকে দান কর পরলোকে পাবে।
জন্মাবধি দুঃখ-হীন সুখ ভোগে র'বে॥
বটাশ্বত্থ, নাগেশ্বর রোপে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা করহ শ্রবণ॥
জন্ম জন্মান্তরে কভু-দুঃখ না পাইবে।
দ্বিজ-গুরু-পদে ভক্তি সতত থাকিবে॥
দিব্য-নারী দিব্য-শয্যা দিব্য-অলঙ্কার।
কে কহিতে পারে সুখ যতেক তাহার॥
ধর্ম্ম হ'তে সুখ পায় পাপে পায় দুঃখ।
অকারণে পাপ কর্ম্ম করে নরলোক॥
যে জন খাজুর ফল করিবেক দান।
তিন-কল্প থাকে সেই গিয়া ইন্দ্র-স্থান॥

তাল ফল দান করে শুন তার কথা।
দশ-কল্প থাকিবে সে দেবরাজ যথা॥
নরকুলে জন্ম হৈলে হ'বে মহাজন।
রোগ-ব্যাধি তার অঙ্গে না হ'বে কখন॥
বারে বারে নরলোকে সুখ ভোগ করি।
অন্তকালে চলি যাবে দেবের নগরী॥
কাংস্য, করতাল আর মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরি।
শঙ্খ, ঘণ্টা আদি বাদ্য দোহরী, মোহরী॥
বাঁশরী, পিনাক, কাড়া, দোতারা, মন্দিরা।
ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা আদি তেতারা, সেতারা॥
চামর, ব্যজন, ছত্র আদি করে দান।
এসকল দান কৈ'লে যাবে ইন্দ্র-স্থান॥
নৌকা দান করে যদি তার ধর্ম্ম শুন।
তা'কে মহাদাতা বলি কহে ভগবান॥
দীঘী-পুষ্করিণী আদি দান করে যদি।
ইন্দ্রপুরে থাকে সেই দশ-কল্প বধি॥
জল-ছত্র দান দিবে যেই মহাজন।
তিন-কল্প থাকিবে সে অমর-ভুবন॥
ধর্ম্ম-ফলে জন্ম হ'বে এ মহীমণ্ডলে।
রোগী, দুখী, নির্ধন না হ'বে কোন কালে॥

থরম-পাদুকা দান করে যেই জন।
তার সম সাধু নাহি এ তিন ভুবন॥
সংসারেতে যত দ্রব্য আছে বিধিমতে।
দান দিবে ভক্তিমনে ভিক্ষুগণ হাতে॥
এ লোকে করিলে দান পরলোকে পায়।
পুনঃ ইহলোকে আসি সুখে চলি যায়॥
এ সব ধর্ম্মের ফলে সেই সব নর।
অষ্টাদশ-কল্প রহে অমর-নগর॥
তদন্তরে নরলোকে জন্ম হয় যদি।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হ'বে গুণনিধি॥
দুঃখহীন রোগব্যাধি কিছু না জানিবে।
আনন্দ উৎসব করি কাল গোঁয়াইবে॥
জন্ম হ'য়ে ইহলোকে করিবেক সুখ।
পুনঃ পুনঃ পরলোকে যাবে সুরলোক॥
দানশীল যেই জন নাহি যমভয়।
বিষ্ণু-দূতে ল'য়ে যাবে মরণ-সময়॥
দান না করিয়া যদি পাপে দিবে মন।
অন্তকালে যম-দূতে করিবে তাড়ন॥
বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি দান করে যেই জন।
একত্রিংশ-কল্প র'বে ইন্দ্রের ভুবন॥

যে জন মা-বাপে শুনাইবে ধর্ম্ম-কথা॥
জননী সংহতি করি যাবে তীর্থ যথা॥
জননীর মনোভঙ্গ কভু না করিবে।
এইরূপ সাধুলোক ইন্দ্রপুরে যাবে॥
সংঘেরে চীবর দান করে যেই জন।
সত্য বাক্য কিবা শাস্ত্র পড়ে যেই জন॥
সাংঘাইং, কাঞ্চন-জেদী এক সমতুল।
এই দানে, পায় ত্রাণে, তরে সপ্তকুল॥
কোটী-কল্প পর্য্যন্ত থাকিবে ইন্দ্রপুরে।
দান-ফলে বহু সুখ পাবে স্বর্গপুরে॥
নরকুলে সাধু হ'য়ে জন্মিবে আসিয়া।
কত শত জন্ম ক্ষত্র-দ্বিজকুলে গিয়া॥
ক্ষুদ্র রাজা হইবেক কত শত বার।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া সংসার॥
দশবার রাজা হবে; রাজ্য ভোগ করি।
পুনরপি চলি যাবে যথায় শ্রীহরি*॥
যত দান ধর্ম্ম জান করিবেক নর।
ত্রি-রতন-নাম সহ নহে সমসর॥

* নারায়ণ, বিষ্ণু। ইনিও জন্মমৃত্যু এবং পুনর্জন্মের অধীন।

মাতা-পিতা সম গুরু নাহিক ভুবনে।
পিতা হৈতে মাতা শ্রেষ্ঠ কহে সর্ব্বজনে॥
মাতৃ-পিতৃ সেবা বিধিমতে যেই জন।
ভক্তিমনে নিত্য নিত্য করে সেই জন॥
অন্তকালে রথে চড়ি আনন্দিত মনে।
চলিয়া যাইবে সুখে ইন্দ্রের ভুবনে॥
দান কৈলে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্মে পায় স্বর্গ।
দেবলোকে সুখে থাকে কহে মুনিবর্গ॥
ইহলোকে দান করে পরলোকে পায়।
দান-ধর্ম্ম না করিলে নরকেতে যায়॥
লুকাইয়া লোক সবে করে পাপকর্ম্ম।
লোকে না জানিতে সব আগে জানে ধর্ম্ম॥
সঞ্জীবনী পুরে আছে রবির কুমার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য করেন বিচার॥
বিচার করিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম-অনুসারে।
পাপীকে নরকে ফেলে সাধু স্বর্গপুরে॥
পুণ্যবন্ত স্বর্গে যাবে পাতকী নরকে।
না বুঝিয়া পাপকর্ম্ম করে নরলোকে॥
চৌরাশী হাজার আছে নরকের কুণ্ড।
পাপী সকলেরে যম করে তাতে দণ্ড॥

এ সকল কুণ্ড হয় যম-অধিকার।
তাহাতে তাড়না করে করিয়া বিচার॥
ইতিহাস ধর্ম্মকথা অমৃত-লহরী।
যাহার প্রসাদে যায় ভবনদী তরি॥
কাহার শকতি ইহা বলিবারে পারে।
কিঞ্চিৎ কহিনু আমি রচিয়া পয়ারে॥
অবহেলে শুনে যেন সকল ভুবন।
আনন্দকে যাহা কহিলেন ভগবান॥

পাপ-ফল বর্ণন।

শুনিয়া পাপীর কথা মনে পেয়ে ভয়।
করযোড়ে শ্রীআনন্দ ভগবানে কয়॥
ওহে প্রভু ভগবান নৈরাশের আশা।
তুমি পূরিবার পার মনের ভরসা॥
নরকুলে জন্ম হ'য়ে না করিনু ধর্ম্ম।
লোভ মোহে মত্ত হ'য়ে করি পাপকর্ম্ম॥
সকল অসার তুমি সার ভগবান।
তুমিই খণ্ডাতে পার ভবের বন্ধন॥

কোন কর্ম্মে পাপ হয় কহ বিস্তারিয়া।
সন্দেহ ঘুচুক মম শ্রবণ করিয়া॥
এতেক বিনয় শুনি দেব ভগবান।
কহিতে লাগিল সব আনন্দের স্থান॥
পিতা-মাতা নিন্দা করে আরো জ্যেষ্ঠ ভাই।
লঘু-গুরু ভেদাভেদ যাঁর কাছে নাই॥
জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পীসী-মাসী আর গুরুজন।
যেই জন নিন্দা করে সেই সে দুর্জ্জন॥
মাতা অন্ন না খাইতে পুত্র খায় যদি।
থাকিবে নরক-কুণ্ডে দশ-কল্পাবধি॥
জননীকে দুঃখ দিয়া ভার্য্যা রাখে সুখে।
তিন-কল্প সেই জন থাকিবে নরকে॥
মাকে মারিবারে যায় ঊর্দ্ধ করি হাত।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তার হ'বে কুষ্ঠ বাত॥
কোপদৃষ্টে মাকে দেখে জ্যেষ্ঠ প্রতি ক্রোধ।
জননীর সঙ্গে যেবা করয়ে বিরোধ॥
ভার্য্যারে সুখেতে রাখে দুঃখ দিয়া মায়।
ভাল দ্রব্য পে'য়ে যেবা মাকে না দি' খায়॥
মাতা উপবাসী রাখি পুত্র অন্ন খান।
কুকুর-কুলেতে জন্মি' বিষ্ঠা করে পান॥

মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ সহ করে যেই দ্বন্দ্ব
পর জন্মে হয় তার দুই চক্ষু অন্ধ ॥
দ্বিজ-শ্রাবকের ধন যে করে হরণ।
ভিক্ষু-পাঞ্চাঙ্গের প্রতি ক্রোধ যার মন ॥
ভিক্ষু-থেরগণে নিন্দা করে যেই জন।
ইহলোকে দুঃখ অন্তে নরকে গমন ॥
পথিক-প্রবাসী দ্রব্য যেবা কাড়ি খায়।
অন্তকালে সেই পাপী নরকেতে যায় ॥
ধর্ম্ম নষ্ট করে যেবা সেই পাপীবর।
হিংসা-নিন্দা-কদাচার করে নিরন্তর ॥
গৃহ-দাহ করে আরো হরে স্থাপ্যধন।
সীমা হরে যে সকলে সেই পাপী জন ॥
গো-ব্রহ্ম-স্ত্রী-বধ যেই মহাপাপী করে।
গর্ব্ভের সন্তান-শিশু যেই জন মারে ॥
তৌল ব্যতিক্রমে বস্তু যেজন বেচিবে।
শমন-আলয়ে সেই বহু দুঃখ পাবে ॥
আশা দিয়া দ্রব্য নাহি দেয় যেই জন।
সে সকল পাপী যাবে যমের ভুবন ॥
নরকে ফেলিয়া তাকে করিবে তাড়না।
তাহারে রাখিবে হেন আছে কোন জনা

দিবানিশি দূতগণ করিবে প্রহার।
সবে বলে মার মার এই শব্দ সার॥
কোন কুণ্ডে বিষ্ঠা খায় তপ্ত অগ্নি তাপ।
এই মতে দুঃখ পাবে যে করিবে পাপ॥
কোন কুণ্ডে খড়্গে কাটি করে খান খান।
কোন কুণ্ডে ঘাড়ে ধরি করে অপমান॥
কোন কুণ্ডে সাঁড়াশীতে চর্ম্ম ধরি টানে।
কোন কুণ্ডে দুই হাতে বক্ষঃদেশে হানে॥
কোন কুণ্ডে অস্থি কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
কোন কুণ্ডে কালদূতে হানে যমদণ্ড॥
মূত্র-কুণ্ডে পড়ি মূত্র করে সে আহার।
তাতে পুনঃ কালদূত করয় প্রহার॥
কোন কুণ্ডে লৌহ দণ্ডে দূতগণ মারে।
দিবানিশি দণ্ড করে পাতকী সবারে॥
পিতা, মাতা, গুরুকে না মানে যেই জন।
অবীচি* নরকে সেই হইবে পতন॥
সেই নরকের মধ্যে পড়ে যেই জন।
কল্পে কল্পে কখন সে না হ'বে মোচন॥

* পালীভাষায় "আউঈচি" কহে।

যোজনেক বিস্তারিত দীর্ঘ, প্রস্থ, দল।
প্রস্তর দেখিতে এক সুন্দর নির্ম্মল॥
দিনান্তরে সূতা দিয়া এক এক বারে।
মুছিয়া ফেলায় যদি সেই পাষাণেরে॥
এই মতে যত কালে হইবেক ক্ষয়।
এক কল্প* ক্ষয় তবু না হ'বে নিশ্চয়॥
আর্য্যমৈত্রেয়† বুদ্ধ হইবে যখন।
সে সময়ে না জন্মিবে এই পাপীগণ॥
কত কত তথাগত পৃথিবীতে হ'বে।
তথাপিও পাপীগণ নরকে রহিবে॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম না জপিবে যেই।
কুম্ভীপাক নরকেতে পড়িবেক সেই॥
জীব-জন্তু-পশু বধ করে যেই নরে।
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সেই জন পড়ে॥
কীট আদি পিপীলিকা বধ করে যেই।
তপ্ত বালু-কুণ্ড মধ্যে পড়িবেক সেই॥

---

* অনন্তকাল, যতদূর কল্পনা হয় ততকাল। পালী "কাপ্পো"।
† পালী "আরিয়া মেত্তেয়ো"। ইনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন বলিয়া গৌতম বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

দাস-দাসী দণ্ড যেবা করে অবিচারে।
জল-জন্তু-মৎস্য-মীন যেই জন মারে॥
পরধন পরদ্রব্য যেই জন হরে।
তপ্ত তৈল-কুণ্ড মধ্যে সেই জন পড়ে॥
সাক্ষী হ'য়ে যেই জন মিথ্যা বাক্য কয়।
সে পাপিষ্ঠ বিষ্ঠা-কুণ্ডে নরক ভুঞ্জয়॥
স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর বাক্য যদি না পালিবে।
সেই সব দুষ্টা নারী নরকে পড়িবে॥
স্বামী বিনা রমণীর নাহিক দেবতা।
স্বামী বন্ধু, স্বামী ভাই, স্বামী পিতা-মাতা॥
স্বামী ব্রহ্মা, স্বামী বিষ্ণু, স্বামী পঞ্চানন।
অবহেলা না করিবে স্বামীর বচন॥
হেন কর্ম্ম না করিয়া রমণী সকল।
অমৃত ছাড়িয়া করে ভক্ষণ গরল॥
পতি ছাড়ি যেই জন অন্যদিগে যায়।
সেই সব দুষ্টা নারী প্রেতযোনি পায়॥
নর কিম্বা পশু যায় জল খাইবারে।
দণ্ড করি ফিরাইয়া আনে যেই নরে॥
তার সম পাপী নাহি এ তিন ভুবনে।
প্রহার করয় তারে যমদূতগণে॥

ব্রহ্মবধী পাপী সব নরকেতে যায়।
বহুল যাতনা সেই নরকেতে পায়॥
সংসারে পাইবে দুখ পশু-জন্ম হৈয়া।
পরকালে দুখ পাবে নরকে পড়িয়া॥
এক পুরুষের সেবা করে এক নারী।
অন্য জনে ল'য়ে যায় মন্ত্র-বশ করি॥
দিবাতে রমণ করে যেই পাপীগণ।
বৈতরণী নরকেতে পড়ে সেই জন॥
এক জনে শাস্ত্র পড়ে ডাকে অন্য জন।
সেই সব পাপী করে নরকে গমন॥
ভজন * সময় করে কথোপকথন।
সেই মহাপাপী যাবে নরক-ভুবন॥
বহুকাল নরকেতে রহে সেই জন।
যম-দূতে দিবানিশি করিবে তাড়ন॥
দাস, ব্যাধিবন্ত নর ভিক্ষু করে যদি।
নরকে থাকিবে সেই দশ-কল্পাবধি॥
সেই ভিক্ষুকের মুখে যেই শুনে "তারা" † ।
দুই-কল্প নরকেতে থাকিবে তাহারা॥

---

* স্তোত্র, সন্ধ্যা, আরতি। গোঁসাঞির নাম।
† বর্ম্মাভাষায় "তারা"—ধর্ম্মশাস্ত্র।

সেই ভিক্ষু-হস্তে কিছু যদি করে দান।
তাহাতে না হ'বে ধর্ম্ম কহে ভগবান॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা করেন লঙ্ঘন।
চারি-কল্প বাস তার নরক-ভুবন॥
ধন আছে দান না করিল যেই জন।
না শুনিল ধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহার শ্রবণ॥
অতিথি উপোসী রাখি অন্ন খায় যেবা।
সংসারেতে তার সম পাপী আছে কেবা॥
দান-ধর্ম্ম না করিল যেই সব নরে।
কি সে আশা করে তারা যেতে স্বর্গপুরে॥
পথিক প্রবাসী দেখি দয়া নাহি যার।
শমন-আলয় যাবে সেই দুরাচার॥
যার হস্তে ইহলোকে না করিল দান।
তাহার হস্তের জল সুরার সমান॥
বুদ্ধ-নাম না লইল যেই সব জনে।
না পড়িল ধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহার বদনে॥
যার কর্ণে না শুনিল ভগবান-নাম।
ধর্ম্ম-শাস্ত্র-তারা আদি অতি অনুপাম॥
সংসারে অনেক আছে সর্ব্বিজ্ঞ কৌতুক।
যার চক্ষে না দেখিল সেই সে মুরখ॥

পদ আছে তীর্থে যেবা না কৈল গমন ।
হস্ত আছে দান না করিল যেই জন ॥
কর্ণ আছে ধর্ম্ম-শাস্ত্র যদি না শুনিল ।
মুখ আছে প্রভু-নাম যদি না জপিল ॥
এ সকল নর যাবে যমের ভুবন ।
কত জন্ম হ'বে প্রেত, পশু, ভূতগণ ॥
পাপেতে মানবগণ নরকে পড়িবে ।
পাপে বহু দুঃখ জন্ম জনমে পাইবে ॥
মদ্যপান করি যেবা করে মহাপাপ ।
অন্তকালে যমপুরে পাবে মহাতাপ ॥
কিবা সুরাপান করে কিবা দেখে ছোঁয় ।
সুরাপান করি যেবা ফরা-নাম লয় ॥
কুকুর শূকররূপ কত শত বার ।
পশু-জন্ম হইবেক পশুর আচার ॥
কুমারী বেচিয়া ধন যেই জন খায় ।
সেই সব মহাপাপী নরকেতে যায় ॥
আত্ম-ঘাতী জাতি-ভ্রষ্ট হয় যেই জন ।
দর্শ-কল্প থাকিবে সে নরক-ভুবন ॥
দেশ নষ্ট, মেলা নষ্ট, যেই জন করে ।
মিত্রতা করিয়া ভঙ্গ করে যেই নরে ॥

ইহলোকে নরগণ যত পাপ করে।
চন্দ্র-সূর্য্য যতকাল থাকিবে সংসারে॥
ততকাল পাপীগণ নরকে থাকিবে।
কোনমতে কিছুতেই মুক্তি না পাইবে॥
ভিক্ষুক-শ্রাবক যদি করে সুরাপান।
ইহলোকে অপযশ অন্তে অপমান॥
অন্তকালে যমপুরে করিবে তাড়না।
কহিতে না পারি যত পাইবে যাতনা॥
একে দান করে অন্যে করে নিবারণ।
আপনি করিয়া দান করে যে হরণ॥
আপনার দান যেবা আপনি বাখানে।
দান করি লিখা পড়া করে যেই জনে॥
দান করি যেই জন মোর বলি কয়।
সেই পাপে ধর্ম্ম-ফল সব হবে ক্ষয়॥
আশা দিয়া দ্রব্য নাহি দেয় যেই জন।
অন্তকালে যাবে সেই নরক ভুবন॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নষ্ট করে যেই জন।
তার সম পাপী নাহি এ তিন ভুবন॥
দশ-কল্প পাবে সেই যমের তাড়না।
মহা ঘোর নরকেতে পাইবে যাতনা॥

পুষ্করিণী ভাঙ্গে যেবা করি পাপ মন।
কেয়ং, চিঙ্গ্, জেদী নষ্ট করে যেই জন॥
বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গে যেই সব জন।
যেই জন নাহি মানে গুরুর বচন॥
আমি বড় মম সম নাহি কোন জন।
অহঙ্কারে এই কথা বলে যেই জন॥
মোর ধন, মোর দারা, বলি অহঙ্কারে।
সভায় বসিয়া যেই জন গর্ব্ব করে॥
হস্তী, ঘোড়া, পাল্কী, গাড়ী করি আরোহণ।
যেই জন তীর্থ স্থানে করিবে গমন॥
কিম্বা কেঙ্গে গুরু সঙ্গে বসে যেই নরে।
উচ্চ স্থানে বসি যেবা গুরু নমস্কারে॥
এই সব মহাপাপী নরকে পড়িবে।
যমের তাড়না তারা নানা মতে পাবে॥
ত্রিশ-কল্প পর্য্যন্ত সে থাকিবে নরকে।
কদাচিত যাইতে নারিবে ইন্দ্রলোকে॥
সংসারে হইবে জন্ম সহ রোগ-ব্যাধি।
পশু জন্ম হ'বে সেই দশ-কল্পাবধি॥
সুজন সুবুদ্ধি নর হইয়া ষট্পদী।
ধৰ্ম্ম-পুরাবৃত্ত মধু পিয়ে নিরবধি॥

ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা অমৃত সমান।
কর্ণপথে সাধুগণ করে সদা পান॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

রাজা হ'য়ে অবিচার, করে যেই অনিবার
সেই দেশে হয় অনাচার।
ধর্ম্ম নষ্ট করে যেই, মহা দুরাচার সেই
অন্তে যাবে নরক মাঝার॥
দান করে এক জনে, নিবারয় অন্য জনে
তার সম নাহি দুরাচার।
বটাশ্বত্থ কাটে যেই, ভবে মহা-পাপী সেই
অন্তে যাবে নরক মাঝার॥
দেখিয়া পরের ধন, লোভ বশে যেই জন
হরিয়া আনয় বাহু-বলে।
কেয়ং চিং আর জেদী, ভিক্ষুকের ধন আদি
যেবা হরে এ মহীমণ্ডলে॥

করিলে এ সব কর্ম্ম, পশুকুলে হ'বে জন্ম
দুখ পাবে জনম অবধি।
ভিক্ষুকের ভোজ্যপাত্র*, শ্রীবুদ্ধের ধ্বজ-ছত্র
ভাঙ্গে দীঘী-পুষ্করিণী আদি॥
পরনারী পরদার, হরে যেই দুরাচার
যাবে সেই শমন-ভুবন।
অনাচার করে যেই, যমপুরে যাবে সেই
ফরা-মূর্ত্তি ভাঙ্গে যেই জন॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা, শ্রবণে অমৃত-গাঁথা
বুদ্ধ-মুখে আনন্দ শুনিল।
রাহন্তাগণের কাছে, আনন্দ কহিল পাছে
বঙ্গভাষে শ্রীধর্ম্ম রচিল॥

---

* ভিক্ষাপাত্র, (পালী) পাত্তো, (বর্ম্মা) থাব্‌বেইট, (মগী) ছাবিক।

শাস্ত্র দান ও শ্রবণ মাহাত্ম্যে, শীল ও কর্ম্মস্থান* জাপ্য এবং পালন মাহাত্ম্য। পঞ্চশীল ব্যাখ্যা এবং শীলাদি পালন-বিশেষে পণ্যবিশেষ।

ভগবান বলে শুন আনন্দ সুজন।
আর কিছু দানকথা করহ শ্রবণ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া সে দান করে যেবা।
ত্রিভুবনে তার সম দানী আছে কেবা॥
নরলোকে মনসুখে করিবে সে সুখ।
তিন-কল্প থাকিবে সে ব্রহ্মার সম্মুখ॥
"তারা" আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র শুনে যে সকল।
বাসব কহিতে নারে তার ধর্ম্ম-ফল॥
মা-বাপেরে ধর্ম্ম শাস্ত্র শুনা'বে যে জন।
তার সম পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবন॥

* (পালী) কাম্মাট্‌ঠানাং, (বর্ম্মা) কাম্মাঠাং। তাত্রিমানি চাত্তালিশা কাম্মাট্‌ঠানানি, দাশা কাসিনা, দাশা আশুভা, দাশা-আনুস্‌সাতিয়ো, চাত্তারো ব্রাহ্মাউইহারা, চাত্তারো আরূপা, একাসাঞ্ঞা, একাং ওয়াওয়াত্থানাত্তি। পাথাউই কাসিনাং-

দশ জন্মাবধি সুখ করে সেই নরে।
উভয় সপ্তম কুল যায় স্বর্গপুরে॥
দশ জন্ম সুখ ভোগ করি দেবালয়।
পুন চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে নিশ্চয়॥
দানেতে বহুল সুখ সুগত-বচন।
দান সম সুখ নাহি এ তিন ভুবন॥
"অনুস্মৃতি" নামে মন্ত্র জপে যেই জন।
অন্তকালে যাবে সেই অমর-ভুবন॥
তিন-কল্প দেবলোকে করি সুখ ভোগ।
পুনরপি জন্ম সেই হ'বে মর্ত্ত্যলোক॥
নরকুলে জন্মিয়া সে হ'বে মহাতেজা।
আশী বার হইবে সে চক্রবর্ত্তী রাজা॥

আপোকাসিনাং, তেজোকাসিনাং, ওয়ায়োকাসিনাং, নীলা-কাসিনাং, পীতাকাসিনাং, লোহিতাকাসিনাং, অদাতা-কাসিনাং, আলোকাকাসিনাং, পারিচ্ছিন্নাকাশাকাসিনাং, ইমানি দাশা কাসিনানি নামানি কাম্মাট্‌ঠানানি। উদ্দ-মাত্তাকাং,উচ্চনীলাকাং, উইপুব্বাকাং, উইচ্ছিদ্দাকাং, উইক্‌খায়ি-ত্তাকাং, উইক্‌খিত্তাকাং, হাতাউইক্‌খিত্তাকাং, লোহিতাকাং, পুলাওয়াকাং, আট্‌ঠিকাং, ইমানি দাশা আশুভানি নামানি কাম্মাট্‌ঠানানি। বুদ্ধানুস্সাতি, ধাম্মানুস্সাতি, সাংঘানুস্সাতি,

"কাসিনাং" নামেতে মন্ত্র জপে যেই জন।
অন্তকালে যায় সেই অরূপ ভুবন॥

শীলানুস্সাতি, চাগানুস্সাতি, দেওয়াতানুস্সাতি, মারাণানুস্সাতি, কায়াগাতানুস্সাতি, আনাপানানুস্সাতি, উপাশামানুস্সাতি, ইমানি দাশা আনুস্সাতিয়ো নামানি কাম্মাট্ঠানানি। মেত্তা, কারুণা, মুদিতা, উপেক্খা, ইমে চাত্বারো ব্রাহ্মাউইহারা। আকাশানাঞ্চায়াতানাং, উইঞাণাঞ্চায়াতানাং, আকিঞ্চাঞায়াতানাং, নেওয়াসাঞানাসাঞায়াতানাং, ইমে চাত্বারো আরূপা। আহারে পাটিকুলা সাঞা ইদামেকাং। চাতু ধাতু ওয়াওয়াথানামেকাং। ইমানি চাত্তালিশাকাম্মাট্ঠানানি।

অস্যার্থ। কর্ম্মস্থান ৪০টী, যথা, কাসিনা (কৃৎস্ন১) দশ, অশুভ দশ, অনুস্মৃতি দশ, ব্রহ্ম বিহার চারি, অরূপ ভাবনা চারি, সংজ্ঞা এক, ব্যবস্থান এক। পৃথিবী কৃৎস্ন, আপ কৃৎস্ন, তেজ কৃৎস্ন, বায়ু কৃৎস্ন, নীল কৃৎস্ন, পীত কৃৎস্ন, লোহিত কৃৎস্ন, শ্বেত কৃৎস্ন, আলোক কৃৎস্ন, পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্ন, এই দশটী কৃৎস্ন অর্থাৎ কঠোর ধ্যান নামক কর্ম্ম স্থান। মৃত-দেহের স্ফীততা, বিনীল বা বিবর্ণতা, বিপূয়ক বা পূয়বিশিষ্ট বা পচাত্ব, ছিদ্রবিশিষ্ট, পশুপক্ষী চর্ব্বীত, ছিন্নভিন্নতা বা বিক্ষিপ্ততা, হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত বা ছিন্ন, রক্তবর্ণ, কৃমিবিশিষ্ট, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, এই দশটী (অবস্থা) অশুভ নামক কর্ম্মস্থান।

১ কৃৎস্ন—কোনবস্তু, যেমন মৃত্তিকার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণকরতঃ নিবিষ্ট চিত্তে "মৃত্তিকা মৃত্তিকা" ইত্যাদি জাপ এবং ধ্যান করার নামই কৃৎস্ন।

জ

"কর্ম্মস্থান" চত্বারিংশ জপে যেই জন।
পুনর্জন্ম না হইবে মরত-ভুবন॥
"শরণাগমন*" তিন মন্ত্র কোন জন।
জপে; তার সম সাধু নাহি ত্রিভুবন॥

বুদ্ধানুস্মৃতি বা স্মরণ অথবা মনে করণ, ধর্ম্ম বা শাস্ত্রানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগ বা দানানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়ানুস্মৃতি অর্থাৎ কায়গত যাবতীয় উপাদান সকলের ভাবনা করা, শ্বাসপ্রশ্বাসানুস্মৃতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন একবার আসে একবার যায় মানবগণও একবার পৃথিবীতে জন্ম আবার মৃত্যু এই প্রকার বরাবর আসা যাওয়া করিতেছে—এই ভাবনা করা, উপশমানুস্মৃতি, এই দশটী অনুস্মৃতি নামক কর্ম্মস্থান। (সর্ব্ব জীবের প্রতি) মিত্রতা, করুণা, সন্তোষ, উপেক্ষা (অর্থাৎ দুই পক্ষে সমতা), এই চারিটী ব্রহ্মবিহার নামক কর্ম্মস্থান। আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, আকিঞ্চন্যায়তন, নৈবসংজ্ঞনাসংজ্ঞায়তন, এই চারিটী অরূপ ব্রহ্মলোক ভাবনা নামক কর্ম্মস্থান। খাদ্য দ্রব্যের অসারত্ব এবং অনাসক্ততা ভাবনা নামক এই একটী কর্ম্মস্থান। ক্ষিতী, নীর, হুতাশন এবং সমীরণ এই চারিধাতুর ব্যবস্থান অর্থাৎ স্থায়ীত্বনামক এই একটী, সমুদায়ে এই চল্লিশটী কর্ম্মস্থান।

* "বুদ্ধাং শারাণাং গাচ্ছামি, ধাম্মাং শারাণাং গাচ্ছামি, সাংঘাং শারাণাং গাচ্ছামি"। আমি বুদ্ধশরণে গমন করিতেছি, ধর্ম্ম শরণে গমন করিতেছি, সংঘ শরণে গমন করিতেছি।—এই তিনটী শরণাগমন।

"পঞ্চশীল*" পঞ্চপদ জপে যেই জন।
দশ-কল্প থাকিবে সে অমর-ভুবন॥
"অষ্টশীল†" অষ্ট পদ যে করে পালন।
অষ্টাদশ-কল্প রহে অমর-ভুবন॥
"দশশীল‡" নামে মন্ত্র দশ পদ হয়।
সেই দশ পণ পালে যেই মহাশয়॥
তাঁহার পুণ্যের কথা কহিতে বিস্তর।
একেবারে চলি যাবে ব্রহ্মার নগর॥
আর এক কহি শুন ধর্ম্মের কথন।
এক জন হইতে সে শ্রেষ্ঠ আর জন॥
চীবর প্রদানে যেবা সেই সাধুজন।
ততোধিক ধর্ম্ম জান কৈলে চিঙ্গ্ দান॥

---

* পঞ্চশীলের নাম পদ্যে আছে, এখানে লিখা নিষ্প্রয়োজন।

† অষ্টশীল—পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল স্থানে "আব্রাহ্মাচারিয়া" এইমাত্র এবং (৬) "উইকালা ভোজানা" (৭) "নিচ্চাগীতা ওয়াদিতা উইসূকা দাশ্শানা" (৮) "মালাগান্ধা উইলেপানা ধারাণা মাণ্ডাণাট্ঠানা" সহ এই অষ্টশীল।

‡ অষ্টশীলের সমুদায় এবং (৯) "জাতারূপা রাজাতা পাটিগ্গাহাণা" (১০) "উচ্চাশায়ানামাহাশায়ানা" সহ এই দশটী, দশ শীল।

"শরণাগমন" জাপে ততোধিক হয়।
ততোধিক ধর্ম্ম জান "পঞ্চশীলে" কয়॥
"পঞ্চশীল" পঞ্চপদ পালে যেই জন।
সেই জন চলি যাবে ব্রহ্মার সদন॥
প্রথমেতে "পাণাতিপাতা ওয়েরামাণি"।
"আদিন্নাদানা" বলি দ্বিতীয়েতে গণি॥
তৃতীয়ে "কামেস্থ মিচ্ছাচারা ওয়েরামাণি"।
"মুশাওয়াদা ওয়েরামাণি" চতুর্থে বাখানি॥
"স্থরামেরায়া ওয়েরামাণি" পঞ্চমেতে।
এই পঞ্চশীল যেই পালে বিধিমতে॥
"পাণাতিপাতা" বলি "প্রাণী বধ করে"।
"আদিন্নাদানার" অর্থ "পরদ্রব্য হরে"॥
"কামেস্থমিচ্ছাচারা"—"হরে পরদার"।
"মুশাওয়াদা"—মিথ্যা বাক্য করে ব্যবহার
পঞ্চমেতে "স্থরাপান" করে যেই জন।
"ওয়েরামাণি" এসকলে "বিরত" যে জন॥
হেন শত "পঞ্চশীলে" যত ধর্ম্ম মিলে।
"অষ্টশীল" একবারে ততেক জপিলে॥
"অষ্টশীল" পালনেতে ধর্ম্ম হয় যত।
"কর্ম্মস্থান" এক জাপে পুণ্য হয় তত॥

শতবার "কর্ম্মস্থান" করিলে জপন।
"আনিচ্চা-দুখা-আনাত্তা" বারেক তেমন॥
এই তিন মন্ত্র যদি ঊনশত বার।
একবার "ফরা" নাম সম হয় তার॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা অমৃতেরধার।
একমনে শুনিলে হইবে ভব পার॥

আনিচ্চা-দুখা-আনাত্তা ব্যাখ্যা।

অভিধর্ম্ম সূত্র আর বিনয় পিটক।
এই তিন সহযোগে নাম ত্রি-পিটক*॥
"আনিচ্চা" বলিয়া মন্ত্র সূত্র পিটকার।
"দুখা" নামে এই মন্ত্র বিনয়ের সার॥
অভিধর্ম্ম সারমন্ত্র জানিবে "আনাত্তা"।
একমনে জপ তিনে না লভিবে আত্মা॥
"আনিচ্চা" শব্দের অর্থ অনিত্য সংসার
সংসারেতে যত কিছু সকলি অসার॥

---

* পালীভাষায় "তিপিটাকাং" কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগ, উইনায়াপিটাকাং (বিনয়পিটক) এই ভাগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের শাসনপ্রণালী এবং নিয়মাবলী লিখিত

ভাই, বন্ধু, ধন, জন, কেহ কারো নয়।
অন্তকালে সঙ্গী পাপ-পুণ্য এ উভয়॥
এরূপ যৌবন ভাই সকলি অনিত্য।
বল বল, তেজ বল, না রহিবে নিত্য॥
ক্ষণ সুখতরে নর অনিত্যেতে মত্ত।
এ সুখ, যে দুঃখ, কেহ নাহি জানে তত্ত্ব॥

আছে। তাহা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। (১) পারাজিকা (পরাজিক); (২) পাচিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত); (৩) মাহাওয়াগ্‌গো (মহাবর্গ); (৪) চূলাওয়াগ্‌গো (চূড়বর্গ); (৫) পারিওয়ারা পাঠো (পরিবার পাঠ)। ২য় ভাগ, সুত্তাপিটাকাং (সূত্র-পিটক)। এই ভাগে বৌদ্ধগৃহাশ্রমীদিগেরই ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারাদির নিয়মাবলী প্রতিপাদ্য। এইটী আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। (১) দীঘানিকায়ো (দীর্ঘ নিকায়); (২) মাজ্‌ঝিমানিকায়ো (মধ্যম নিকায়); (৩) সাংযুত্তা-নিকায়ো বা সংযুক্তাকানিকায়ো (সংযুক্তানিকায় বা সংযুক্তক নিকায়; (৪) আঙ্গুত্তারানিকায়ো (অঙ্গোত্তর নিকায়); (৫) খুদ্দাকানিকায়ো (ক্ষুদ্রকনিকায়)। ক্ষুদ্রক নিকায় পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত, যথা (১) খুদ্দাকা পাঠো (ক্ষুদ্রকপাঠ), (২) ধাম্মা-পাদা (ধর্ম্মপদ), উদানাং (উদান), (৪) ইতিউয়ুত্তাকাং (ইতিবৃত্তক), (৫) সুত্তানিপাতো (সূত্রনিপাত), (৬) উইমানা ওয়াথ্‌ (বিমানবস্তু), (৭) পেতাওয়াথ্‌ (প্রেতবস্তু), (৮) থেরাগাথা (স্থবিরগাথা), (৯) থেরীগাথা (স্থবিরাগাথা),

"দুখা" শব্দের অর্থ জানিবে সে দুঃখ।
দুখ বিনা ইহলোকে নাহি কিছু সুখ॥
পৃথিবীতে জন্ম ভাই অশেষ যাতনা।
দশমাস গর্ব্ভবাস বিষম যন্ত্রনা॥
কারাবাসে দুঃখ যেন পায় পাপীগণ।
মূত্র পুরীষোপরে অশন শয়ন॥
সেইরূপ দুঃখে করি গর্ব্ভে নিবসতি।
ভূমিষ্ঠ হইতে পায় অশেষ দুর্গতি॥
সঙ্কীর্ণ দরজা দিয়া, হইতে বাহির।
প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রায় হইবে বাহির।

(১০) জাতাকাং (জাতক), (১১) নিদ্দেশো (নির্দ্দেশ) (১২) পাতিসাম্ভিদামাগ্‌গো (প্রতিসম্ভিদমার্গ) (১৩) আপাদানাং (অপাদান), (১৪) বুদ্ধাওয়াংশো (বুদ্ধবংশ), (১৫) চারিয়া পিটাকাং (চর্য্যাপিটক)।

৩য় ভাগ, আভিধাম্মা-পিটাকাং (অভিধর্ম্মপিটক)। এই ভাগের প্রতিপাদ্য দেহতত্ত্ব বা বিবেকশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। ইহা ৭ ভাগে বিভক্ত। (১) ধাম্মাসাঙ্গাণী (ধর্ম্মসঙ্গণী), (২) উইভাঙ্গাং (বিভঙ্গ), (৩) কাথাওয়াথ্‌ (কথাবস্তু), (৪) পুগ্‌গলা পাঞ্ঞাত্তি বা পান্নাত্তি (পুদ্গলপ্রজ্ঞপ্তি) ৫। ধাতুকাথা (ধাতুকথা), ৬। য়ামাকাং (যমক), (৭) পাট্‌ঠানাং (প্রস্থান)।

জন্ম হওয়া তুল্য দুঃখ নাহিক সংসারে॥
"জাতিপিদুখা" বলি বলয় ইহারে॥
আর এক দুঃখ ভাই দেখ বৃদ্ধকালে।
কোন-মতে সুখ নাহি থাকে এককালে॥
খাইতে শুইতে বৃদ্ধ ডাকে বাপ মায়।
খাইতে বসিলে তাতে সুখ নাহিপায়॥
একদিন যৌবন সময়ে যেই জন।
দন্তবলে করিয়াছে লৌহকে চর্ব্বন॥
এখন নাহিক দন্ত, জল চিবাইতে।
ইহা হ'তে দুঃখ কিবা আছে পৃথিবীতে॥
খাইবারে সাধ কিন্তু না পারে খাইতে।
শুইবার সাধে বৃদ্ধ না পারে শুইতে॥
যৌবনে প্রস্তরোপরে করিলে শয়ন।
অমনি সুনিদ্রা যার হ'তো আকর্ষণ॥
নবনী নিন্দিত হায় পর্য্যঙ্ক উপরে।
না হয় সুনিদ্রা রাত্রি তৃতীয়প্রহরে॥
প্রস্তর পর্য্যঙ্ক তুল্য হইত যৌবনে।
পর্য্যঙ্ক কণ্টক শয্যা জরা আক্রমণে॥
বার্দ্ধক্যের তুল্য দুঃখ নাহিক সংসারে।
"জারাপিদুখা" বলি বলয় ইহারে॥

আর এক দুঃখ দেখ মরণ সময়।
কত কষ্টে দেহ হ'তে প্রাণ বাহিরায়॥
শোক পরিতাপ তুল্য দুঃখ নাহি আর।
সন্তান বিহীনে মাতা করে হাহাকার॥
স্বামী হীনা নারী করে পতি হেতু শোক।
নাহি জানে আপনি না র'বে এইলোক॥
প্রিয়ব্যক্তি সহ নর হইলে বিচ্ছেদ।
অপ্রিয় সংযোগ হ'লে হয় আরো খেদ॥
এই সব দুঃখ বলি জানিবে সকলে।
নির্ব্বাণ পাইবে নর দুখে মুক্ত হ'লে॥
"আনাত্তা" শব্দের অর্থ জানিবে অনাত্মা।
"আনা" শব্দে অন বুঝ "আত্তা" শব্দে আত্মা॥
আমি আমি করে সবে অজ্ঞানে ডুবিয়া।
আমি যে আমার নহি না দেখে ভাবিয়া॥
মূঢ় জন করে সদা আমার আমার।
এই ধন জন আরো পুত্র পরিবার॥
আপনার আত্মা নাহি হয় আপনার।
নাহি ভাবে অন্তে হ'বে আমার কাহার॥
এত যত্নে যেই দেহ করিছ রক্ষণ।
এক দিন হ'বে তাহা চিতার ইন্ধন॥

এত যত্নে নিত্য যারে করিছ সাজন।
সুগন্ধি দ্রব্যেতে সদা কর বিলেপন॥
নিত্য যারে এত যত্নে করহ মার্জ্জন।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে কর সুশোভন॥
যাহার রক্ষার হেতু এতেক যতন।
কুকুর শৃগালে তারে করিবে ভক্ষণ॥
যাহাতে কিঞ্চিত ম'লা হইলে তখনে।
জলাশয় ম'লা কর গিয়া ততক্ষণে॥
এক দিন হ'বে তাহা শ্মশান-অঙ্গার।
কেন এত যত্ন তবে করহ তাহার॥
"আনিচ্চা-আনাওা-দুখা" অতএব জপ।
যাইবারে যদি ইচ্ছা সর্ব্বজ্ঞ-সমীপ॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা অমৃত সমান।
কর্ণপথে সাধুগণ করে সদা পান॥
অন্তে ধর্ম্মরাজ-পদ পাইবার আশে।
পদ্য ছন্দে ধর্ম্মরাজ রচে বঙ্গভাষে॥

ত্রিরত্ন* মাহাত্ম্য।

আনন্দের স্থানে পুনঃ দেব ভগবান।
নামের মাহাত্ম্য কহে করিয়া বাখান॥
শুনরে আনন্দ তুমি ধর্ম্মের কাহিনী।
"বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ" এই তিন রত্ন জানি॥
পূর্ব্বে এক ভিক্ষু গেল অন্ন মাগিবারে।
দ্বিপ্রহরে গেল কোন এক দ্বিজ-ঘরে॥
সেই দ্বিজ-পত্নী অতি সতী পতিব্রতা।
সংঘ প্রতি দেখাইল অতি সৌজন্যতা॥
সংঘের নিকটে সেই হ'য়ে যোড়পাণি।
নামের মহিমা তত্ত্ব জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণী॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম যেই জন লয়।
কৃপা করি কহ তার কত পুণ্য হয়॥
এতেক বচন ভিক্ষু শ্রবণ করিয়া।
কহিতে লাগিল ব্রাহ্মণীরে উদ্দেশিয়া॥
কহিবারে নারি আমি সেই সব কথা।
ভগবানে জিজ্ঞাসিয়া বলিব বারতা॥

---

* বুদ্ধারাত্তানাং, ধাম্মারাতানাং, সাংঘারাতানাং।
বুদ্ধরত্ন, ধর্ম্ম (শাস্ত্র) রত্ন, সংঘরত্ন। এই তিন রত্ন।

তবে সে ব্রাহ্মণী কহে রাহন্তার স্থানে।
ইহার উত্তর শীঘ্র দিবেন এখানে॥
যদি প্রভু নাহি বল গোচরে আমার।
জীবন ত্যজিব আমি করি অনাহার॥
এত বলি ভিক্ষুবরে ভিক্ষা অন্ন দিল।
বিদায় হইয়া ভিক্ষু ফরা স্থানে গেল॥
ভগবান-চরণে করিয়া নমস্কার।
কহিতে লাগিল ব্রাহ্মণীর সমাচার॥
আমাকে দেখিয়া এক দ্বিজের বনিতা।
করযোড় করি মোরে জিজ্ঞাসিল কথা॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম লয় যেই জন।
তাহার কতেক ফল করহ বর্ণন॥
এত বলি দ্বিজ-পত্নী করি পরিহার।
না কহিলে প্রাণ দিবে করি অনাহার॥
এত শুনি কহিতে লাগিল শৌদ্ধোদনি।
আমিও কহিতে নারি সে সব কাহিনী॥
কি মতে কহিব তাতে ফল কত হয়।
এইক্ষণে যাও তুমি ইন্দ্রের আলয়॥
বাসব কহিতে পারে সে সকল কথা।
পুণ্যবান নরগণ নিবসয়ে তথা॥

তবে সে শ্রাবক গিয়া ইন্দ্রের নগরে।
জিজ্ঞাসা করিল সব অমর-ঈশ্বরে॥
কহ দেবরাজ তুমি ধর্ম্মের কথন।
"বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ" নাম লয় যেই জন॥
এই তিন নামে বল হয় কত ফল।
বিস্তারিয়া কহ তুমি কথা সে সকল॥
ইন্দ্র বলে সেই কথা আমি নাহি জানি।
চল আমি তুমি দোঁহে যথা পদ্মযোনি॥
এত বলি দুই জন যায় ব্রহ্মপুরে।
অবিলম্বে উপনীত ব্রহ্মার নগরে॥
ব্রহ্মাকে চাহিয়া দোঁহে করে নিবেদন।
কহ প্রভু পিতামহ ধর্ম্মের কথন॥
"বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ" নাম যেই জন লয়।
তিন নামে কত ফল কহ মহাশয়॥
কহিলেন অব্জযোনি ইন্দ্র-বাক্য শুনি।
তিন নাম কি মহিমা আমি নাহি জানি॥
আমার পুরীতে আছে ব্রহ্মা একজন।
অবিরত পাশাক্রীড়া করে সেই জন॥
চল চল তিন জন তথায় যাইব।
তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব॥

এত বলি গেল সেইখানে তিন জন।
দেখে তথা খেলে সেই সহ ব্রহ্মাগণ॥
ধাতাকে দেখিয়া সেই উঠি দাঁড়াইল।
করযোড়ে দুই পদে প্রণতি করিল॥
কহ প্রভু এখানে আইলে কি কারণ।
এখানে আসিলে প্রভু কিবা প্রয়োজন॥
তাহার বচন শুনি কহে ব্রহ্মারাজ।
আসিয়াছি তব সনে আছে কিছু কাজ॥
আসিয়াছি তিন জন নিকটে তোমার।
কি জান বলহ তুমি ধর্ম্মের বিচার॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম যেই জন লয়।
তিন নাম স্মরণেতে কত ফল হয়॥
এই ভিক্ষুবরে এক ব্রাহ্মণী পুছিল।
সে কারণে তব স্থানে জানিতে আইল॥
তাহা শুনি পিতামহে করি নমস্কার।
বলে মম কিবা শক্তি তাহা কহিবার॥
অবধান কর শুন মম নিবেদন।
পৃথিবীর মধ্যে আমি ছিলাম যখন॥
এক ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলাম কুকুর।
কহি শুনি সেই সব বচন মধুর॥

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আরো শিশু এক জন।
এক অজা আর আমি এই পঞ্চজন॥
এই মতে কতদিন যায় তার ঘরে।
যার যেই পাপ-পুণ্য ভোগে এসংসারে॥
আর দিনে দেখ এক দৈবের ঘটন।
ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল ছিল নিমন্ত্রণ॥
দ্বিজ-পত্নী গেল পরে জল আনিবারে।
গৃহের রক্ষক মাত্র রাখি গেল মোরে॥
সর্ব্বজ্ঞ মহিমা কেবা বুঝিবারে পারে।
যার যেই কর্ম্ম-ফল খণ্ডাইতে নারে॥
অজার সংহার হেতু আসে এক শিবা।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ পারে খণ্ডাইতে কেবা॥
শিশু বধিবার হেতু আসে এক নাগ।
এক সাথে দুই দশা কর্ম্মের বিপাক॥
মনে মনে ভাবি আমি করিব কেমন।
একেশ্বর কিমতে রাখিব দুই জন॥
শিবাকে তাড়ায়ে যদি অজা রক্ষা করি।
তবে সর্প শিশু দংশি যাইবেক মারি॥
এই মত ভাবি মম মনে হলো ভয়।
না জানি ব্রাহ্মণী আসি কিবা মোরে কয়॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করিলাম সার।
যে হৌক সে হৌক রাখি ব্রাহ্মণ-কুমার॥
এত ভাবি সর্প মারি রাখিনু কুমারে।
শৃগাল চলিয়া গেল মারিয়া অজারে॥
তবে কতক্ষণ পরে দ্বিজের রমণী।
জল লয়ে নিজালয়ে আসিল আপনি॥
তবে সে দ্বিজের নারী জল রাখি ঘরে।
মৃত ছাগ পড়িয়াছে দেখিল গোচরে॥
ছাগল দেখিয়া মরা দ্বিজের রমণী।
কারে কিছু না বলিয়া রহিলেন মৌনী॥
তার কতক্ষণ পরে আসে দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণী কহিল ইহা ব্রাহ্মণ গোচর॥
বনিতার বচন শুনিয়া তপোধন।
ক্রোধ করি মোর প্রতি বলিল বচন॥
এত দিন অন্ন দিয়া পোষিলাম তোরে।
শৃগাল মারিল অজা তুই থাক্কে ঘরে॥
এত বলি দণ্ড ল'য়ে করিল প্রহার।
দণ্ডের প্রহারে মম হইল সংহার॥
সেই কালে মোর মনে ফরা-নাম হ'লো।
একবার "ফরা" বলি মোর প্রাণ গেল

না পারিনু তিন নাম পূর্ণ লইবারে।
মরণ কালেতে বিধি বাম হ'লো মোরে ॥
এক নামে আসিলাম তোমার এথায়।
নাহি জানি তিন নামে যেতেম কোথায় ॥
এতেক শুনিয়া ভিক্ষু করিল গমন।
ব্রাহ্মণীকে কহে গিয়া সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দ্বিজের নারী আনন্দ হইল।
ভূমি পড়ি রাহন্তারে প্রণাম করিল ॥
"ফরা-তারা-সাংঘা" নাম লয় যেই জন।
বিমানে থাকিবে সেই ব্রহ্মার ভুবন ॥
তিন নামে তিন গুণ এক সম জান।
আনন্দ থেরর স্থানে কহে ভগবান ॥
দান-ধর্ম্ম হ'তে জান পুনঃ আসে যায়।
কেবল স্থগত নামে ব্রহ্মপদ পায় ॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত-কথা সুধা হ'তে সুধা।
কর্ণপথে পান কর যাবে পাপ ক্ষুধা ॥

সদ্ভিক্ষু মাহাত্ম্য।

ভগবান কহে শুন আনন্দ সুজন।
শাস্ত্রমতে যেই ভিক্ষু করে বিচরণ॥
তপবন্ত ধর্ম্মশীল দয়াবান আর।
তপ, জপ, ধ্যান করে শাস্ত্রের আচার॥
তপস্যা করয় যদি তপোবন মাঝে।
অনাহারে অনাবস্ত্রে নিত্য ধ্যানে মজে॥
এমত করিয়া ধর্ম্ম যে করে সাধন।
অন্তে ব্রহ্মলোকে যায় আনন্দিত মন॥
শ্রাবক-ভিক্ষুক আর রাহন্তা-শ্রমণ।
এ সকল লোকে যাবে বিষ্ণুর ভুবন॥
আমি কি কহিব তার ধর্ম্মের মহিমা।
চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা॥
তাহার ধর্ম্মের কথা কে কহিতে পারে।
তুলনা দিবারে নাহি এ তিন সংসারে॥
কেয়ং, চিং, পালঙ্ক, জেদী যদি করে দান।
কহিল ইহার ফল তাহার সমান॥
সপ্ত-সিন্ধু-জল মসী যদ্যপি করিয়া।
সুমেরু সমান হাতে লেখনি ধরিয়া॥

কাগজ করিয়া এই আকাশ প্রমাণ।
কদাচিত পারে কেহ করিতে লিখন॥
তথাপি বলিতে না পারিবে সেই জন।
এত ফল হয় এই শাস্ত্রের বচন॥

কর্ম্ম-ফল বর্ণন।

পূর্ব্বে যে সকল লোক করিয়াছে দান।
এই জন্মে সে সকল ভুঞ্জয় সম্মান॥
কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ দ্বিজকুলে।
কেহ ধনী, কেহ সুখী, নানা কুতূহলে॥
ইহলোকে যে সকল করিয়াছে দান।
পরকালে সে সকল পাবে স্বর্গস্থান॥
অন্য জন্মে যে সকলে করিয়াছে পাপ।
ইহ জন্মে সে সকল ভুঞ্জে নানা তাপ॥
কেহ অন্ধ, কেহ রোগী, কেহ মাগি' খায়।
কেহ কাণা, কেহ খোঁড়া, বস্ত্র নাহি গায়॥
কেহ কাক, কেহ শিবা, পশু নানা জাতি।
কীট, পিপীলিকা হ'য়ে দুঃখ পায় অতি॥

নরকুলে জন্ম হ'লে হয় হীন জাতি।
বারে বারে জন্মি পায় অশেষ দুর্গতি॥
কর্ম্ম-ফল বিনা ইহা কিছু নহে আর।
সুখ-দুখ কর্ম্ম-ফলে ভুঞ্জয় সংসার॥
পাপেতে বাড়য়ে পাপ, পুণ্য বাড়ে দানে।
নিজ মুখে এই কথা কহে ভগবানে॥
অন্ন দিয়া মাতা-পিতা তোষে যেই জন।
অতিথি ব্রাহ্মণ দেখি তুষ্ট যার মন॥
গুরু জনে ভক্তি, অতি দান-ধর্ম্ম করে।
পরদার মাতৃ তুল্য দেখে যেই নরে॥
মৃত্তিকা সদৃশ যেবা দেখে পর-ধন।
সেই সব নর যাবে অমর-ভুবন॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত কথা কতেক কহিব।
শত বর্ষ বলি যদি তবু না পারিব॥
কিঞ্চিত কহিনু আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

পরাজিত* ভিক্ষুভিক্ষুণীর পূজার এবং তাহাদের পাপ-ফল বর্ণন।

পারাজিকা চারি পাপ যেই জন করে।
বিস্তার করিয়া কহি বুঝিতে সংসারে॥
রমণী গমন আর প্রাণী বধ করে।
অরহত ভান করে পর-দ্রব্য হরে॥
ভিক্ষু হয়ে করে যদি এই চারি কর্ম্ম।
সেই ভিক্ষু পূজ যদি বড়ই অধর্ম্ম॥
এমন ভিক্ষুর হস্তে দান নাহি দিবে।
না করিবে প্রণিপাত কাছে না বসিবে॥
এমন সংঘেরে দান করে যেই জনে।
তুই-কল্প থাকিবে সে নরক ভুবনে॥
হইবে পিশাচ আর প্রেত পশু-জন্ম।
পাত্র চিনি যদ্যপি না করে দান-ধর্ম্ম॥
নরকুলে হৈলে জন্ম হ'বে অকুলীন।
বিদ্যাহীন বন্ধুহীন আর ধনহীন॥
এই পাপে পুনঃ পুনঃ পাবে বহু তুখ।
পাত্র চিনি দান করে তুই লোকে সুখ॥

* পারাজিকা প্রাপ্ত।

বুদ্ধিমান দয়াশীল ক্ষমাবন্ত ধীর।
রূপবান বলবান রাজা পৃথিবীর॥
দেবকুলে ব্রহ্মকুলে জন্ম হ'বে তার।
সুখ ভোগ করিবেক বিবিধ প্রকার॥
শ্রমণ-শ্রমণী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যে আর।
শাস্ত্রমতে না চলিয়া করে অনাচার॥
অন্ন, জল, বস্ত্র আদি নানা উপহার।
করিবেক ভক্ষণ দক্ষিণা লবে' আর॥
" কর্ম্মস্থান " আদি কিছু ধ্যান না করিবে।
" ফরা-তারা-সাংঘা-গুণ " কিছু না জানিবে॥
ফরা-মূর্ত্তি, কেয়ং, জেদী যে জন ভাঙ্গিবে।
বটাশ্বত্থ আদি বৃক্ষ, প্রাণীকে হিংসিবে॥
ইচ্ছামত কায-কর্ম্ম সর্ব্বদা করিবে।
মিথ্যা বাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত না হ'বে॥
নিজ-শাস্ত্র ছাড়ি অন্য-শাস্ত্র যে পড়িবে।
না করিয়া লেখা-পড়া বসিয়া থাকিবে॥
এই সব যদি দান গ্রহণ করিবে।
সেই সব ঋণ তুল্য জরিয়া থাকিবে॥
কত দিন পরে যবে ত্যজিবে জীবন।
সেই ঋণ হেতু যাবে শমন-ভবন॥

অহর্নিশি যমদূত দণ্ডিবে তাহারে।
লৌহ-চূর্ণ তপ্ত করি খাবাইবে তারে॥
অনাচারে চলে যদি তার এই ফল।
অনাচারে না চলিলে সুখই কেবল॥
সুখ ছাড়ি অন্য স্থানে না হ'বে পতন।
কদাচিত না যাইবে যমের ভুবন॥
"কর্ম্মস্থান" ধ্যান নাহি করে যেই জনা।
"ফরা-তারা সাংঘা" নাম না করে ভাবনা॥
ফরা-মুর্ত্তি, কেয়ং, চিং, জেদী আদি যত।
বটাশ্বথ বৃক্ষ আর প্রাণী কব কত॥
এ সকল হিংসা নিন্দা করিলে সদায়।
সে সকল লোক জান যমালয় যায়॥
তপস্বী রাহন্তা হ'য়ে তপ নাহি করে।
অন্তে অধোমুখে পড়ে নরক ভিতরে॥

প্রাণী-হত্যাবিশেষে পাপবিশেষ।

আর এক কথা কহি শুন বিবরণ।
কোন্ প্রাণী বধে পাপ হইবে কেমন॥

জলবাসী কোটী বধে পাপ হয় যত।
স্থলবাসী কীট এক বধে পাপ তত॥
স্থলবাসী কোটী কীট বধে পাপ যেই।
এক পশু হত্যা কৈলে পাপ হয় সেই॥
এক কোটী পশুবধে পাপ হয় যেই।
একটী দ্বিপদী পশু * বধে পাপ সেই॥
দুই পদী পশু কোটী বধে যত পাপ।
নর একজন বধে ততই সন্তাপ॥
এক কোটী নর বধে পাপ হয় যত।
একটী শ্রমণ বধে পাপ হয় তত॥
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-বধ করে যেই জন।
দুই পাপ একতুল্য কহে শৌদ্ধোদন॥
এ দু'য়ের এক কোটী বধে পাপ যত।
বধিলে ভিক্ষুক এক পাপ হয় তত॥
দশ-কল্পাবধি সেই নরকে থাকিবে।
তাম্র-কুণ্ডে তপ্ত তৈলে বহু দুঃখ পাবে॥
কতকাল এইরূপে রহে নরকেতে।
উঠাইয়া ল'য়ে পুনঃ যায় যম-দূতে॥

* বনমানুষ ইত্যাদি।

এইরূপে বহু মতে করিবে তাড়না।
অকথ্য কথন যত পাইবে যাতনা॥

পঞ্চশীল লঙ্ঘনের ফল বর্ণন।

পুনর্ব্বার ভগবানে আনন্দ সুজন।
কিবা ফল পঞ্চশীল করিলে লঙ্ঘন॥
জিজ্ঞাসেন কোন শীলে কোন পাপ হয়।
কৃপা করি বর্ণন করহ দয়াময়॥
প্রিয় শিষ্য বাক্যে বুদ্ধ সদয় অন্তরে।
চন্দ্রমুখে হাসি হাসি বলে মৃদুস্বরে॥
পৃথিবীতে যত জীব হ'য়েছে সৃজন।
নিজ করে সেই প্রাণী বধে যেই জন॥
"পাণাতিপাতা" দোষ বলি যে তাহারে।
এসব পাতকী যদি জন্মিবে সংসারে॥
অহী, মীন, মৃগ, শুন, মহিষ, শৃগাল।
পঞ্চশত বার জন্ম হয় চিরকাল॥
অদানীয় দ্রব্য যেই করেন গ্রহণ।
"আদিন্নাদানা" দোষ বলে বিজ্ঞজন॥

এ

সে পাতকী নীচকুলে হয়ে ধনহীন।
পঞ্চশত জন্ম ভূমে হয় চির দিন॥
পতি সহধর্ম্মিণী যতেক নারীগণ।
পতিহারা বন্ধুর আশ্রিত যত জন॥
বিহার * যে নারী সদা করয় মার্জ্জন।
শ্রমণ-শ্রাবকে যার ভক্তি অনুক্ষণ॥
উপপতি আশা যেই না করে স্বপনে।
বলে ধরি রমণ করয় কোন জনে॥
কেহ যদি দারা রাখি হয় ব্রহ্মচারী।
সে পতি উদ্দেশে যদি রহে সেই নারী॥
অন্য পুরুষের মুখ না হেরে কখন।
পতি মতে শুদ্ধাচারে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
এইরূপ নারী পেয়ে কোন দুরাচার।
কাম বশে বলে ধরি করয় শৃঙ্গার॥
মাতা, ভগ্নী, পিসী, মাসী, শ্বশুরী, শ্বাশুরী।
ব্রাহ্মণের নারী আর ভ্রাতৃ-বধূ, খুড়ী॥
ঋতুমতী, গর্ব্ভবতী, সীমন্তিনীগণ।
পঞ্চশীল আচরণ করে যেই জন॥

* (সংস্কৃত) বিহার, (পালী) উইহারা, (বর্ম্মা) কেইং ক্যা কেয়ুং।

এমত অঙ্গনা যত আছয় সংসারে।
রমণ করয় যে পুরুষ বলাৎকারে॥
দেবালয়ে কেয়ংগৃহে চিঙ্গের সম্মুখে।
ধর্ম্ম-গৃহে নারী সঙ্গে থাকে যে কৌতুকে॥
যেই স্থানে শাস্ত্র-কথা করে অধ্যয়ন।
বিদ্যালয়, জেদী মধ্যে যে করে রমণ॥
মাতা, পিতা, গুরু, দ্বিজ, রাহন্তা সম্মুখে।
অথবা সে সবার রক্ষিত কোন লোকে॥
কামাতুর হ'য়ে যেবা অন্য নারীসনে।
আলিঙ্গন করে মত্ত হ'য়ে কাম-বাণে॥
"কামেস্বমিচ্ছাচারা" বলি যে ইহারে।
ইহার সদৃশ পাপ নাহিক সংসারে॥
এই কামে পাপ যার শরীরে অর্শয়।
স্ত্রী পুরুষ অবীচি নরকে পাত হয়॥
নরক ভোগিয়া পরে নপুংসক হৈয়া।
জন্মে সে জলোকা হ'য়ে অথবা কেচুয়া॥
স্ত্রী, পুরুষ ভেদাভেদ না হ'বে তাহার।
এমত হইয়া জন্মে পঞ্চ শত বার॥
রতি-রঙ্গ চিরদিন হইবে বঞ্চিত।
শোণিতাদি গ্রহণ করিবে নিত্য নিত্য॥

মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা বাক্য, গল্প অতিশয় ।
সুজনের সমক্ষে সর্ব্বদা যেবা কয় ॥
"মুশাওয়াদা" পাতক সে শরীরে অর্শিয়া ।
পর জন্মে জন্মে মুখে দুর্গন্ধ হইয়া ॥
তাহার সহিত কথা কহে কে এমন ?
মুখ-গন্ধে যোজনান্তে করিবে গমন ॥
এমত পাপিষ্ঠ হ'য়ে পঞ্চ শত বার ।
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় এ সংসার ॥
সুরা আদি নেশা যাতে হয়, সে সকল ।
আহার করয় সদা হইয়া পাগল ॥
"সুরামেরায়া" পাপ তাহার হইবে ।
রাক্ষস, বাতুল হ'য়ে এ ভবে জন্মিবে ॥
গর্দ্দভ, কুক্কুর আরো শৃগাল হইয়া ।
সে পাতকী পর জন্মে জন্মিবে আসিয়া ॥
এই পঞ্চ প্রকারেতে পাতক আছয় ।
পঞ্চশীল লঙ্ঘনেতে শরীরে অর্শয় ॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত কথা অমৃতের ধার ।
একমনে শুনিলে হইবে ভব পার ॥

দানপ্রভাব বর্ণন।

করযোড়ে শ্রীআনন্দ কহে ভগবন্!
দানের প্রভাব কিছু করহ বর্ণন॥
তবে বুদ্ধ কহে শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে কহি করহ শ্রবণ॥
ধর্ম্মকেতু নামে পূর্ব্বে ছিল মহারাজা।
রূপে গুণে কুলে শীলে হয় মহাতেজা॥
সাগরান্ত বসুমতী করেন শাসন।
পুত্র প্রায় করে যত প্রজার পালন॥
কত দিনে জন্ম হৈল তাঁহার নন্দন।
জনার্দ্দন বলি নাম রাখিল রাজন॥
সেই দিনে তাঁর ভ্রাতৃ-গৃহে একজন।
পাত্র গৃহে একজন হইল নন্দন॥
দুঃশাসন নাম নৃপ-ভ্রাতার নন্দন।
পাত্রের নন্দন নাম রাখে সুবদন॥
তিন জন সম ভাব সমান পিরিতি।
যথা ইচ্ছা তথা যায় হরষিত মতি॥
গৃহ-কর্ম্ম লেখা পড়া সকল ত্যজিয়া।
হেন মতে যায় বহুদিন গত হৈয়া॥

এইরূপ স্বেচ্ছাচারী হৈল তিন জন।
পুথি বেড়ে যায় তাহা করিতে বর্ণন॥
সে রাজার রাজ্যে এক আছে দানশীল।
দানের প্রশংসা তার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল॥
তার সম দাতা আর ত্রিভুবনে নাই।
তাহার দানের কথা হৈল সর্ব্ব ঠাঁই॥
শুনিল তাহার কথা রাজা ধর্ম্মকেতু।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে দেখিবার হেতু॥
চলিলেন মহারাজ সুবর্ণের রথে।
কত বা বলিব সৈন্য যত চলে সাথে॥
দ্বিতীয় দিবসে পাইল তাহার নগর।
দ্বারী গিয়া জানাইল ধার্ম্মিক গোচর॥
নমস্কার করি দ্বারী নিবেদিল কায।
দ্বারেতে আসিয়াছেন ধর্ম্মকেতু রাজ॥
এত শুনি দানশীল বাহির হইল।
ধর্ম্মকেতু কাছে গিয়া প্রণতি করিল॥
সঙ্গে করি নৃপতিকে নিয়া গেল পুরে।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিল তাঁহারে॥
সে রজনী দাতা গৃহে রহিল রাজন।
নানা রূপ ধর্ম্ম-কথা করি আলাপন॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান পূজা করি।
রথ আরোহিয়া চলে আপনার পুরী॥
পথে যেতে রাজ-পুত্র পিতৃ-আগে কয়।
আজ্ঞা কর পিতা তার পুরী করি জয়॥
তাহার পুরীর কথা কিবা দিব লেখা।
ইন্দ্রের অমরা জিনি কুবের অলকা॥
তাহার পুরীতে যেন ভোজবাজী খেলা।
কেহ কারে হিংসা নাহি শত্রু মিত্র মেলা॥
হরিণ, শার্দ্দূল, সর্প, মণ্ডূক, গোকর্ণ * ।
বরাহ, কুক্কুর আদি আছে নানা বর্ণ॥
এক স্থানে করিতেছে অশন শয়ন।
কেহ কারে হিংসা নাহি থাকে সর্ব্বজন॥
কুবের-ভাণ্ডার জিনি তাহার ভাণ্ডার।
কত শত শত মণি মুকুতা অপার॥
যত যত মণি মুক্তা ভাণ্ডারে তাহার।
দেখি নাই শুনি নাই নাম কভু তার॥
আজ্ঞা কর পিতা আমি করি পরিহার।
যুদ্ধ করি রাজ্য কাড়ি লইব তাহার॥

---

* হরিণবিশেষ।

ধর্ম্মকেতু বলে বাপু ভাল নহে কর্ম্ম ।
ধার্ম্মিকের হিংসনেতে হইবে অধর্ম্ম ॥
“ অহিংসা পরম ধর্ম্ম ” শাস্ত্রের বচন ।
হিংসা হ’তে সর্ব্ব পাপ হয় উপার্জ্জন ॥
একেত হিংসায় পুত্র হইবেক পাপ ।
অহিংসকে হিংসিলে পশ্চাতে পাবে তাপ ॥
মম প্রতি সেই জন হিংসা নাহি করে ।
কিমতে বলিব হিংসা করহ তাঁহারে ॥
অতএব এই কর্ম্ম ক্ষমা দেও মনে ।
কি হইবে ফল মম হিংসিলে সেজনে ॥
নানা মতে রাজা তারে করিল বারণ ।
না শুনিল জনার্দ্দন পিতার বচন ॥
বহু মতে নরপতি বারণ করিয়া ।
নিজ পুরে গেল তবে পুত্রে সঙ্গে নিয়া ॥
দুগ্ধপান করাইলে ভুজঙ্গে যেমন ।
বিষ বৃদ্ধি হয় তার শান্ত নহে মন ॥
মূর্খে উপদেশ দিলে যেন ক্রোধ হয় ।
সেইরূপ পিতৃ প্রতি রাজার তনয় ॥
পূর্ব্ব হ’তে মনে তার বহু ক্রোধ ছিল ।
বিষ দানে জনকেরে সংহার করিল ॥

বাপে সংহারিয়া পিতৃরাজ্যে হলো রাজা।
সম্ভাষিতে আসিল রাজ্যের যত প্রজা ॥
তার কত দিন পরে সৈন্য সাজাইয়া।
চলিল ধার্ম্মিক-পুরে রথ আরোহিয়া ॥
অশ্ব, রথ চলে আরো সৈন্য অগণিত।
দুদিনে ধর্ম্মের রাজ্যে হৈল উপনীত ॥
ধার্ম্মিকের দাসী এক সাঁজী করি হাতে।
পুষ্প তোলে সেই দাসী গিয়া বাগানেতে ॥
রাজ-সৈন্য দেখি দাসী বলিল বচন।
কোথা যাইতেছ সবে কহ বিবরণ ॥
শুনি রাজ-সৈন্য কহে দাসীরে দেখিয়া।
এই পুরী জিনিবারে এসেছি সাজিয়া ॥
দাসী বলে অকারণে করিছ গমন।
জিনিতে নারিবে হেন লয় মম মন ॥
তবে নরপতি কহে অহঙ্কার করি।
কত বড় আশ্চর্য্য জিনিতে এই পুরী ॥
দাসী বলে কি যুঝিবে ধর্ম্মরাজ সাতে।
আগে যুদ্ধ দেহ দেখি আমার সহিতে ॥
এত শুনি নরপতি মহা ক্রোধ হৈল।
কোপ করি দাসী অঙ্গে অস্ত্র প্রহারিল ॥

সৈন্যগণ অস্ত্র সবে লাখে লাখে এড়ে।
দাসী বেটী অঙ্গে অস্ত্র পুষ্প যেন পড়ে॥
তবে দাসী পুষ্প লয়ে মারে রাশি রাশি।
অর্দ্ধ সৈন্য নৃপতির ভস্ম করে দাসী॥
কোপ করি দাসী যত পুষ্প ফেলি মারে।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে নৃপতির সৈন্য পড়ে॥
দেখি রণ ভঙ্গ দিল নৃপতি আপনে।
যুদ্ধ করি জিনিতে নারিল দাসীসনে॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শাস্ত্রে হেন কয়।
ধার্ম্মিকেরে ধর্ম্ম রাখে কহে দয়াময়॥
ভগবান কৃপা যারে অপার মহিমা।
এতিন ভুবনে যার দিতে নারে সীমা॥
অনন্ত প্রকৃতি লীলা কে পারে বুঝিতে।
সত্ত্ব, রজ, তমঃ গুণ আদি ত্রিজগতে॥
দর্পণ লইলে যেন নানা রঙ্গ দেখে।
পলট করিবা মাত্র কিছু নাহি থাকে॥
মোর ধন মোর জন বলে সর্ব্বজনে।
সম্মুখে শমন-পুরী না দেখে নয়নে॥
ধন, জন, সব মিথ্যা কিছু সত্য নয়।
মিছা কাযে নরগণ মোর মোর কয়॥

এসব নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া নরে।
ধর্ম্ম জ্ঞানে অবিরত পাপ পথে চরে॥
পাপকে ভাবয় ধর্ম্ম ধর্ম্মে ভাবে পাপ।
দুঃখকে ভাবিয়া সুখ পায় পরিতাপ॥
নিত্যকে অনিত্য ভাবে, অনিত্যকে নিত্য।
অসত্যকে সত্য ভাবে, সত্যকে অসত্য॥
অসারকে ভাবে সার, সারকে অসার।
না জানে পার্থিব সুখ, সকলি অসার॥
অসার সুখেতে মগ্ন হ'য়ে সর্ব্বলোকে।
মজিয়া রহিয়া আছে অজ্ঞানতাকূপে॥
ব্রহ্ম, কীট, চরাচরে করি কৃপাদৃষ্টি।
পাপ-হস্তে রক্ষা করিবারে এই সৃষ্টি॥
বারে বারে বুদ্ধগণ হ'য়ে অবতার।
হরণ করেন পৃথিবীর পাপভার॥
তাঁহাদের বিশ্বারাধ্য চরণ-যুগলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি পড়ি ভূমিতলে॥
দয়া করি মোরে প্রভু সংসারতারণ।
সংসার-সাগর হ'তে করহ তারণ॥
অনাথের নাথ প্রভু দয়ার পাথার।
অসময়ে অনাথের করো প্রতিকার॥

দীননাথ বলি যবে ডাকি বার বার।
দীন প্রতি কৃপাদৃষ্টি করো একবার॥
সংসার-সাগরে ভাসি যাইয়ে তৃণবত্।
কোন্ দিগে যাব নাথ নাহি দেখি পথ॥
তুমি বিনা প্রভু মম লক্ষ্য নাহি আর।
শ্রীপদ-তরণী দিয়া করো দীনে পার॥
অন্তকালে পাইবারে অই শ্রীচরণ।
সকরুণে দীনহীনে করে নিবেদন॥
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্তকথা, সুধা হ'তে সুধা।
কর্ণপথে কর পান যাবে পাপ ক্ষুধা॥
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ষট্পদী।
ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত মধু পীয়ে নিরবধি॥
ভক্তিমনে একবার করিলে শ্রবণ।
সকল পাপের হাতে হইবে মোচন॥
অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
রোগ শোক দূরে যায় করিলে শ্রবণ॥
ভগবান কহে ইহা আনন্দ সদন।
এতদূরে ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত সমাপন॥

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থখানি "থংমৌজা" নামক এক খানা অতি পুরাতন হস্ত-লিখিত গ্রন্থকে আদর্শ রাখিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে "থংমৌজার" ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। অপরাপর প্রবন্ধগুলির ভাবসংগ্রহ করিয়াছি বই নয়। ভাবার্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। "থংমৌজা" শব্দের অর্থ সর্ব্ব-জাতীয় লোকে বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ এবং গ্রন্থখানিতে দান-ধর্ম্ম মাহাত্ম্যই অধিকাংশ বর্ণিত হইয়াছে, এই দুই কারণে, ইহার "ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত" নাম দেওয়া গিয়াছে। যে সকল স্থান দুরূহ বোধ হইয়াছে, নিম্নে তাহার টীকা করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থের অনেক স্থানেই বর্ম্মা, মগী এবং পালী-ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। সেই সকল শব্দের অর্থ কোন্ ভাষায় কিরূপ হইবে, তাহাও লিখিয়া দিয়াছি। ইহা যতদূর সরল হইতে পারে, ততদূর সরল এবং সহজ বোধ্য করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। পাঠকগণের হস্তেই তাহার বিচার ভার অর্পণ করিলাম। যদি ইহার কোন স্থানে ভুল প্রমাদ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, সাদরে গৃহীত হইবে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করা যাইবে। ইহা দ্বারা অস্মদ্দেশীয় বৌদ্ধ-গণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার এবং ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইলেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব, ইতি।

কলিকাতা।
১২৪৬ মগাব্দ, ২৪শে চৈত্র।

শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া।